৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র – ২৪ চৈত্র, ১৪২৮ ঃ ২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 23, 2 April - 8 April, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বীরভূমের বগটুই গ্রামে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার

কলকাতা হাইকোর্ট তুলে দিল সিবিআই-এর হাতে। একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল রাজ্য সরকার গঠিত সিটকে। আদালতের নির্দেশ পরবর্তী শুনানীর দিন ৭ এপ্রিল সিবিআইকে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

রবিবার : বর্তমানে বাংলায় চলা অপরাধ সিরিজে ঘটনার ঘামতি নেই।

বগটুইয়ের হত্যার বীভৎসতার মধ্যে মালদহের কালিয়াচকের নয়াগ্রামে একটি বাড়িতে ঘটা বিস্ফোরণে প্রাণ গেল একটি শিশুর। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ, না অন্য কিছু, তদন্তে নেমেছে ফরেন্সিক দল।

সোমবার : বিশ্বের কোলাহলপূর্ণ শহরের তালিকায় ১৪তম স্থান দখল

করেছে পশ্চিমবঙ্গের দুই শহর কলকাতা ও আসানসোল। এদের শব্দের মাত্রা ৮৯ ডেসিবেল। ১১৯ ডেসিবেল নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা ও দ্বিতীয় স্থানে ভারতের মোরাদাবাদ যার মাত্রা ১১৪ ডেসিবেল।

মঙ্গলবার : ফের বেনজির অসভ্যতার সাক্ষী হল পশ্চিমবঙ্গ

বিধানসভা। বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, রক্তপাত কিছুই বাকি রইল না ঐতিহাসিক সভাঘরে। এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হল জনপ্রতিনিধিদের। এর আগে একবার ভাঙচুরে মুখ পুড়েছিল বিধানসভার।

বুধবার : অপরাধ সিরিজে নতুন সংযোজন বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ

পঞ্চায়েতের সর্দার পাড়া। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হল একজনের। পুড়েছে একটি বাড়ি। স্থানীয় বিধায়ক বলছেন বার বার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও রোখা যায়নি অস্ত্রের প্রবণতা।

বৃহস্পতিবার : স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভয়াবহ নিয়োগ দুর্নীতির

মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বারবার স্থগিত হয়ে যাচ্ছে ডিভিশন বেঞ্চে। তাই সিবিআই নির্দেশ যিনি দিয়েছেন সেই বিচারপতি এ ব্যাপারে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শুক্রবার : স্কুলে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের মামলায় সিবিআই তদন্তের

নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিশনের উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিংহকে বেআইনি নিয়োগ চক্রের চাঁই বলে উল্লেখ করে মধ্যরাতের মধ্যেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেওয়া হল সিবিআইকে। শুনানী চলবে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দীর্ঘস্থায়ী দখল সন্ত্রাসে জেরবার বাসন্তী

সুভাষ চন্দ্র দাশ

'বাসন্তীতে কী আর কোনও দিনই শান্তি ফিরবে না? মৃত্যুর আগে কী বন্ধ হবে না বোমা গুলির লড়াই। ভাইকে মারতে উদ্যত হচ্ছে দাদা, এমন বাসন্তী দেখতে চাইনি কোনদিনও!'

বারান্দার এক কোণে বসে বছর নব্বইয়ের সুফিয়া বিবি এমনটাই বলছিলেন। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। বিশেষ করে সুন্দরনের ২৯ টি ব্লকের মধ্যে সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া ব্লক এই বাসন্তী। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা তপশিলি জাতি,উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত। বিগত বাম সরকারের আমলে এই বাসন্তী প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হয়ে উঠতো দুই ভাইয়ের বিবাদে। এই দুই ভাই হল বামফ্রন্টের দুই শরিক দল সিপিএম ও আরএসপি। অন্য সময় এক থাকলেও গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনের সময়। খুন, রাহাজানি, লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ, বোমা বিস্ফোরণ কোনওটাই বাদ থাকতো না। এক কথায় বাসন্তী ব্লকের মানুষের ঘুম ভাঙতো বোমা-গুলির আওয়াজে। তবে যতই গন্ডগোল,খুন,মারামারি হোক না কেন লোকসভা নির্বাচনের সময় সব যেন হরিহর আত্মা। মিলেমিশে একাকার বাম শরিক দলগুলো। এমন বৈরিতার মূল লক্ষ্য ছিল কে ক্ষমতায় কীভাবে টিকে থাকতে পারে। এক সময় এটাই ছিল নিত্যদিনের রুটিন। এমন ভয়াবহ

পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল বাসন্তীর মানুষ। সেই আশা-ভরসা নিয়ে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল মা-মাটি-মানুষ-এর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল বাসন্তীর মানুষ। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বাসন্তী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের আবির্ভাব হওয়া থেকেই বেনোজল ঢুকতে শুরু করে। একসময় যারা বাম আমলে মোড়ল মাতব্বর ছিল, সুযোগ বুঝে তারাই সদলে যোগদান করে তৃণমূলের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে ছিলেন। তারাই উপেক্ষার পাত্র হয়ে যান। ক্ষমতা দখলের জন্য বাম আমলের মতো দলের মধ্যে ছড়ি ঘুরিয়ে কর্তৃত্ব কায়েম করার কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি আদি তৃণমূল (মাদার), অপরটি যুব তৃণমূল কংগ্রেস নামে।

ফলে এখানেও সেই বিগত বাম আমলের মতো ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। এই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ নির্বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ওই সব দাদা-দিদিদেরই ক্ষমতার সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছে। ফলে বিগত দিনে সাধারণ মানুষ যেমন বোকা ছিলেন, আজও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বোকাই রয়ে গিয়েছেন বাসন্তী ব্লকের সাধারণ মানুষ। আজও অপরের কথা শুনে ভাই ভাইকে খুন করে, প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীর ঘর আগুন লাগায়। কোনও অপরাধ বোধ তাদের স্পর্শ করে না। নিট ফল পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়ে ফায়দা তোলা। বাসন্তীর মানুষজনকে ব্যবহার করে নিজেদের আখেরে গোছানোর জন্য মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সবসময় ভয়ের আবহ তৈরি করে রাখে বাসন্তী জুড়ে। আর এই ভয়ের পথ ধরেই আসে বোমা, গুলির বাড়বাড়ন্ত। আগে এইসব অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হতো বাইরে থেকে। চাহিদার ঊর্দ্ধগতি বাসন্তীর ঘরে ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা তৈরি করে দিয়েছে। দিনের পর দিন এমন চললেও প্রশাসন ধারাবাহিক ভাবে চুপ করে থেকেছে। যার হদিশ দিয়েছেন স্বয়ং বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এবারও ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে কিন্তু তা আদৌ ফল দেবে কিনা কেউ জানে না। তবুও শান্তির অপেক্ষায় রয়েছে বাসন্তীর মানুষ।

ডাকাডাকির বাংলায়

উপেক্ষিত সাধারণ জনগণের স্বার্থ

শক্তি ধর

বাংলায় এখন নিশি ডাকের আতঙ্ক। ইডি ডাকছে নেতা-মন্ত্রীদের। সিবিআই এদের সঙ্গে ডাকছে অপরাধীর তালিকায় থাকা রাজনৈতিক কেষ্টবিষ্টু থেকে শুরু করে পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের। শেষমেশ মধ্যরাতে ডাক পড়েছে এসএসসির উপদেষ্টার- এসো বসো জিজ্ঞাসাবাদে। এ যেন গা ছমছমে ভয়ের কুহেলিকা। কেউ সাড়া দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না। কিন্তু আতঙ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে সকলকেই। পাশাপাশি প্রশাসনিক ডাকও আছে। আদালত হলফনামা দিতে ডাকছে সরকারকে। পুলিশ হাজিরা দিতে ডাকছে ইডি আধিকারিকদের। বাদ নেই রাজনৈতিক ডাকেরও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের শাসক দলের নেত্রী ডাক দিয়েছেন সমস্ত অবিজেপি দলগুলিকে- জোট বাঁধো, তৈরি হও। আর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ডাকছে কেন্দ্রকে আইনি হস্তক্ষেপের আশায়। সব মিলিয়ে গত দুমাস রাজ্যজুড়ে ডাক-বাংলার ভয় ছড়িয়ে পড়ছে জনমানসে। দু তরফের এই হাঁক ডাকের মাঝে উলুখাগড়ার মতো কাটা পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আসল সমস্যাগুলো। প্রতিদিন বাড়ছে জ্বালানী তেল, গ্যাসের দাম। গত বছর ১ এপ্রিল পেট্রলের দাম ছিল ৯০.৭৫ টাকা। এবার ১১১ টাকার উপরে। ডিজেল ছিল ৮৭.৭৩ টাকা, এইবছর ছুঁতে

চলেছে ৯৬ টাকা। বাড়ির রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৮৩৫.৫০ টাকা, এই আর্থিক বছরের প্রথমে দাম হয়েছে ৯৭৬ টাকা। খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি গত বছর সেপ্টেম্বরে ছিল ৪.৩৫ শতাংশ, এবছর ফেব্রুয়ারিতে সেটা ৬.০৭ শতাংশ। বলার কেউ নেই। প্রতিবাদে আর উত্তাল হয় না দেশ। সবাই দায়সারা আন্দোলন করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত। এক কবি বন্ধু অবস্থা বোঝাতে ছন্দ মেলালেন- পাছে ধরে সিবিআই/চেঁচামেচি নাই তাই। আন্দোলন করবে কে? আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে ধরা পড়ার ভয় তাড়া করছে সব সময়।

এই প্রতিবাদহীন আবহে চলছে মানবসম্পদের ধ্বংসলীলা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় বসে অনশনরত চাকরিপ্রার্থীরা। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে মিডডে মিলের নিম্নবেতনে পেট চালানোর দায় নিয়ে সহায়করা। পুনর্বাসনের জন্য পথে নেমেছেন প্রস্তাবিত দেউচা-পাঁচামি কয়লা খনি এলাকার বাসিন্দারা। পাথর ব্যবসায়িদের হাত থেকে তিলাবনি পাহাড় বাঁচাতে পথে নামলেন পুরুলিয়া ছড়া ব্লকের কলাবনি পঞ্চায়েতের গ্রামাবাসীরা। সংগঠিত অপরাধের পর বীরভূমের বগটুই গ্রামের বাসিন্দাদের দেখবার কেউ নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

সংস্কার হয়নি গোলাবাড়ি খেয়াঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ গোলাবাড়ি বাজার অবস্থিত। বাজারের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে মাতলা নদী। বাজার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি খেয়াঘাট। এই খেয়া পারাপারের মাধ্যমে বাসন্তী ও ক্যানিংয়ের সংযোগ ঘটেছে। পাশাপাশি এই গোলাবাড়ি খেয়াঘাট হতে দেশবিদেশর ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা সুন্দরবনে যাতায়াত করেন গোলাবাড়ির এই খেয়াঘাট থেকে। পর্যটন মরশুমে একসময় প্রতিদিনই সুন্দরবন ভ্রমণের পর্যটকদের আনাগোনা ছিল। এই খেয়াঘাট থেকে লঞ্চে উঠে কম সময়ে সহজেই পৌঁছে যেতে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে দীর্ঘ প্রায় সাত বছর অতিক্রান্ত হল পর্যটকরা আর এই পথে আসে না। কারণ একটাই দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জেটিঘাট'। ফলে

ভাঙাচোরা জেটিঘাটে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার সম্মুখিন হতে হয়। যার ফলে পর্যটকরা আর আসেন না। এছাড়াও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে খেয়াঘাট। নেই কোনও প্রতীক্ষালয়। নেই কোনও আলোর ব্যবস্থা। আর সেই কারণে প্রতিনিয়ত দুষ্কৃতীদের তান্ডব বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ফলে সন্ধ্যার পর ঝুঁকি নিয়ে খেয়া পারাপার করতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। একসময় ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি আর বাসন্তীর হাড়ভাঙার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম ছিল এই খেয়া। হাজার হাজার লোকজন যাতায়াত করতেন।

খেয়াঘাটে আলোও ছিল। বিগত দিন আম্ফানের তান্ডবে বাতিস্তম্ভ মাটিতে শুয়ে রয়েছে। ভেঙে পড়েছে জেটিঘাট। খেয়া পারাপারের সময় যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কোনও সংস্কার হয়নি। আবার গোলাবাড়ির এই খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যার পর দুষ্কৃতিদের আনাগোনা বাড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ ঘুর পথে যাতায়াত করতে বাধ্য। তাদের দাবী সরকার যদি জেটিঘাট সংস্কার করে বাতিস্তম্ভ লাগায় তাহলে আবারও পর্যটকদের ভীড় হবে। স্বাভাবিক হয়ে খেয়া পারাপার এবং কমবে দুষ্কৃতিদের উপদ্রব। এছাড়াও যোগাযোগ মাধ্যম সচল হলে এলাকায় আর্থিক সচ্ছলতা বাড়বে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েত উপ প্রধান খতিব সরদার এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছে যাতে করে খেয়াঘাট সংস্কার হয়,আলো লাগানো যায় সেই উদ্যোগ নিয়ে জেলা পরিষদ কে জানিয়েছি। আশাকরি আগামী আর্থিক বছরে খুব শীঘ্রই এই জেটিঘাটের সংস্কারের কাজ শুরু হবে। 'কবে শুরু হবে জেটিঘাট সংস্কারের কাজ? চাতকের মতো অপেক্ষায় এলাকার বাসিন্দারা।

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার দুষ্কৃতি

কুনাল মালিক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণার পরই বিভিন্ন জেলা পুলিশ তৎপর হয়। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশও ১৪টি থানা এলাকা থেকে ৫ দিনে ২৫টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। গত মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য দেন। ২৫টি বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে ৮০ রাউন্ড কার্তুজও উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ সুপার জানান বিষ্ণুপুর থানা গোপন সূত্র মারফৎ খবর পায় সামালী মোল্লা পাড়ায় কয়েকজন দুষ্কৃতি জমা হয়েছে অসামাজিক কাজের জন্য। তারপর বিষ্ণুপুর ডিএসপি জীবনেশ রায়ের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর আইসি মৈনাক

ব্যানার্জী পুলিশী অভিযান করে চারজনকে গ্রেফতার করে। তারা হল আজিজউদ্দিন সেখ (৩৮), কালাম সেখ (৩৮), তাজউদ্দিন (২২) এবং আরশাদ আলী (৩০)। এদের কাছ থেকে একটি পিস্তল ১৪ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। পরে পিসিতে এদের জেরা করে জানা যায়, এদের কাছে আরও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। পরে আরো ৭টি পিস্তল এবং ২৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। কিছু সোনার গহনা এবং ৪ কেজি গান পাউডার এদের কাছে পাওয়া যায়, এরা সামালী মোল্লা পাড়ার বাসিন্দা।

চরম অবহেলায় মিড-ডে মিল কর্মীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মূলত ভারতবর্ষ এক উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। গরিব এই দেশের প্রায় আশি শতাংশ মানুষের জীবনে আজও স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও অভিশপ্ত হয়ে আছে। বহু ছাত্রছাত্রী চরম দারিদ্র্যের কারণে খাবার না পেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে। বাড়িতে খাবার না থাকায় না খেয়ে স্কুলে আসতে হয় তাদের। খিদের জ্বালায় অনেকেই স্কুল শেষ না করে বাড়ি ফিরে যায়। বহু ছাত্রছাত্রী দুমুঠো খাবারের জন্য স্কুল ছেড়ে দিয়ে অন্ন সংস্থানের খোঁজ করতে বাধ্য হয়। একারণে আমাদের দেশে স্কুল ছুটের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহলের। একারণে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করার জন্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মিড-ডে মিল প্রকল্পের সূচনা হয় বলেও উল্লেখ করেন তারা।

এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ভারতবর্ষের স্কুলে মিড ডে মিল-এর প্রচলন শুরু হয়, ভারতের স্বাধীনতার আগে থেকেই। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রথম অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার দেওয়ার প্রকল্প চালু করে। এরপর ১৯৮০ সালে গুজরাট, কেরালা, তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রান্না করা খাবার দেওয়া শুরু হয়। এই সময়েই মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এই প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয়েছে

রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিলের সাহায্যেই। এরপর ১৯৯০-৯১ সালে গোয়া, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশ এই ১২টি রাজ্যে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিলের টাকায় ব্যাপক অংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হয়। এই একই সময়ে কর্নাটক, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব তহবিল ও আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যে এই প্রকল্প চালু হয়। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থান শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক। এই প্রশ্নে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে।' অশোকবাবু আরও বলেন, '১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে দেশের ২৪০৮টি ব্লকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের নাম, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ নিউট্রিশনাল সাপোর্ট অফ প্রাইমারি এডুকেশন (এনপি-এনএসপিই)। যা আজ মিড-ডে মিল প্রকল্প (এমডিএমএস) নামে পরিচিত। এরপর ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্র ঘোষণা করে, এই প্রকল্প দেশের সমস্ত ব্লকেই এখন থেকে কার্যকর হবে। এবং প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীরাই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালের ২৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন দুপুরে রান্না করা পুষ্টিকর গরম খাবার সরবরাহ করতে হবে। খাদ্যের গুণমান ও পরিমাণ প্রতিদিন ৮-১২ গ্রাম প্রোটিনযুক্ত ও ৩০০ গ্রাম ক্যালোরিযুক্ত হয়। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। ২০১৫ সালে সারা দেশে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্রছাত্রী। আর এই ছাত্রছাত্রীদের খাবার রান্নার কাজে ২০১৫ সালে যুক্ত ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ ৭৩ হাজার মিড ডে মিল কর্মী। বর্তমানে মিড-ডে মিল কর্মীদের এই সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষের কাছাকাছি। এই প্রকল্পে মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন ও চাল ছাড়া রান্নার অন্যান্য খরচের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৬০ শতাংশ টাকা এবং বাকি ৪০ শতাংশ নূন্যতম টাকা দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি। এই নির্দিষ্ট বরাদ্দ টাকা ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্য সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের খাবার ও কর্মীদের বেতনের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারে।' তিনি এও বলেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের রাজ্যে মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন আজও মাত্র ১৫০০ টাকা। এবং তাও দেওয়া হয় বছরে মাত্র ১০ মাস। যা নিতান্ত অমানবিক।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 23, 2 April - 8 April 2022

নয়া অর্থবর্ষ নিয়ে মাথাব্যথা না করে লগ্নিতে মন দিন

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতের শেয়ার বাজার আগামী এক বছরের নিরিখে কোন অবস্থানে থাকতে পারে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যথারীতি এর মধ্যে দুটি পক্ষ আড়াআড়িভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা শুরু করেছেন। একদলের মতে যেহেতু কেন্দ্রে বিরোধিতা জোট সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে তাই ওপরের দিকে থাকার সম্ভাবনা অর্থবাজারের। আরেক দল বলছেন, লোকসভা নির্বাচন হতে এখন ঢের দেরি। হাতে এখনও দু-বছর। সুতরাং এর মধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক কিছু এপার-ওপার হয়ে যাবে। চট করে বলে দেওয়া যায় না বাজারের ভবিষ্যত খারাপ হতে চলেছে। অনেকে আবার এও বলছেন ২ বছর সময় যথেষ্ট। পরের কথা না ভেবে এই এক বছরেই এখন মনোনিবেশ করবে শেয়ার বাজার। তার মধ্যে যথারীতি কিছু শেয়ারের দামে উত্থান আসবে। আবার পতনও দেখা যাবে বেশ কিছু শেয়ার বা সেক্টরে। মোটের ওপর একটা ভোলাটাইল পরিস্থিতির মধ্যে বাজার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হতে পারে। তাতে অবশ্য যাঁরা নিয়মিত ট্রেডিং করে কেনা-বেচা চালিয়ে যাতে পারবে তাঁদের অসুবিধার কিছু নেই। খালি খেয়াল রাখতে হবে কোন শেয়ারটার সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই মোদ্দা জিনিসটা ধরে নিয়ে কাজ করতে পারলে এই অস্থির জমানাতেও ভালো মুনাফা আসা সম্ভব। তবে খুব দক্ষ ট্রেডার ছাড়া নিতান্ত নবীশ বা সাধারণ ট্রেডারদের কোনও হঠকারিতার জায়গা নেই এখানে।

শেয়ার বাজারে রোজ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেভাবে কোনও মিল নেই। ধরা যাক কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০২০-র করোনার পর বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যথেষ্টই। সেই চিন্তাকে মান্যতা দিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের অর্থবাজার প্রত্যক্ষ করেছে একটা বড় মাপের কারেকশন। বলাবাহুল্য, ৪০ শতাংশের বেশি এই কারেকশন পর্ব প্রায় মাস তিনেক চলার পর এখন সংশোধনীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে ভারতের শেয়ার বাজার। শুধু বেরিয়ে আসাই নয়, নবোত্থান ঘটে স্পুটনিকের গতিতে। যথারীতি বেয়ার নামক রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা মিলেছে নিফটি ও সেনসেক্স নামক বাজারের চন্দ্র-সূর্যের। এখন এটাই দেখার এই বুল ট্রেন্ড আপাতত কতদিন অব্যাহত থাকে। এমনিতে ভারতের অর্থবাজার সম্পর্কে অনেক খারাপ খবরাখবর বা উপাদান থাকলেও (মূলত কেন্দ্রের শাসক দলের ধাক্কা খাওয়াকে কেন্দ্র করে) অতি সম্প্রতি বৃদ্ধির সুসংবাদ এসে ফের গোটা মার্কেটকে প্রাণবায়ু দিয়েছে। এটা এখন কতদিনের রসদ ভরে এসেছে সেটার দিকে আগামী দিনে নজর থাকবে সকলের। এখনকার প্রেক্ষিতে যে ট্রেডিং চলছে তাতে একটা জিনিস সাফ বোঝা যাচ্ছে নিফটির জন্য ১৮ হাজারের কাছাকাছি লেবেলটা যেমন খুব কঠিন হার্ডলস, ঠিক তেমনই ১৬,৭০০-৮০০-র জায়গাটা বড় মাপের সাপোর্ট। এই বন্ধনীর মধ্যে কিছুদিন অর্থবাজার ঘুরপাক খেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল ২০২২

মেষ রাশি : ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আয়ভাব শুভ। কর্মোন্নতিতে বাধা এলেও কাটিয়ে উঠবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য হবে। ভাই বা বোনের ক্ষতি বা অর্থনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : শুক্রের মন্ত্র জপ করুন নতুবা সূর্যমন্ত্র পড়ুন।

বৃষ রাশি : সুস্বাদু খাবার খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। নিজের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। চাকরিতে উন্নতিতে বিলম্বে শুভ ফল পাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে বিলম্বে। কর্মে পদোন্নতি হবে। আয়ভাব খুবই শুভ। পায়ের ব্যথা, সুগার, প্রেসার, জরায়ু সংক্রান্ত রোগের বৃদ্ধি হতে পারে।

প্রতিকার : ঘরে কুকুর পালন করুন বা ৪২ বার 'ওঁ ভার্গবায় নমঃ' পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : চাকরিতে সাফল্য বিলম্ব হলেও ব্যবসায় উন্নতি অব্যাহত থাকবে। সহোদরদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ধন ভাব শুভ। প্রেমজ বিবাহের সম্ভাবনা ও বিবাহিত জীবনে শুভদায়ক হবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য। বিচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে। ধর্ম-কর্ম করার আগ্রহ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। হঠাৎ কোনো অর্থ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২০ বার 'ওঁ সৌম্যায় নমঃ' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে উন্নতি ও প্রসারতা অব্যাহত থাকবে। চাকরির ক্ষেত্রে শুভ হলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার আশঙ্কা। কোনও বন্ধুর থেকে আঘাত পেতে পারেন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। আয় ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গাশকম-র জপ করুন।

কন্যা রাশি : ভাই বোনের সাথে সম্পর্কের অবনতি না ঘটে সেই চেষ্টা করতে হবে। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব হবে। স্বাস্থ্য আগের থেকে ভালো থাকবে। রোগের প্রকোপ কিছুটা কমবে। সরকারি চাকরীজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণায় সাফল্যে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বুধবার ফুল দিয়ে বুধ গ্রহের পুজো করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে এবং পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। পুত্রের সাফল্যে খুশি হবেন। আয়ভাব শুভ হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসার প্রসারে বিলম্ব হবে। হঠাৎ কোনো অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তি হতে পারে। তীর্থযাত্রা হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪২ বার 'ওঁ মহালক্ষ্মী নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাবে। পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। চাকরিতে পদোন্নতিতে বিলম্ব এবং ব্যবসায় প্রসারতায় বিলম্ব। তবে বিনিয়োগে আলোচনা করে বা কারো পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৯ বার 'ওঃ নরসিংহায় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা। পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি রাখার চেষ্টা করবেন কিন্তু ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেবে। সন্তানের আচরণে ক্ষুব্ধ হবেন। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন।

প্রতিকার : বৃহস্পতির মন্ত্র পড়ুন।

মকর রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি, পরিশ্রম বেশি করে কম আয়। পুত্রের ব্যবহারে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। চাকরি ক্ষেত্রে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : নতুন কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। গুরুজনদের সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য। ভাই-বোনের সঙ্গে মতবিরোধ। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার অন্ধদের ভোজন করান।

মীন রাশি : ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের মতানৈক্য। চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। আয় হলেও অর্জিত অর্থ পেতে সময় লাগবে। আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

উত্তরের আঙিনায়

চিতাবাঘের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিতাবাঘের হানায় আবার আহত একজন মহিলা চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরবঙ্গের বীরপাড়া সংশ্লিষ্ট চা বাগানে মঙ্গলবার সকালে। আহত মহিলা চা শ্রমিকের নাম জসপিনা এক্কা, ওই মহিলা চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট চা বাগানে এদিন সকালে যখন চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন, তখন একটি চিতাবাঘ তার উপর হামলা করে। আহত ওই মহিলা

চা শ্রমিককে বীরপাড়া সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি বনদপ্তর জানিয়েছে ওই মহিলা শ্রমিকের চিকিৎসা ভার বহন করবে বনদপ্তর। চিতাবাঘকে ধরবার জন্য খাঁচা পাতা হয়েছে।

পুজোর বর্জ্য ফেলার সমস্যা মিটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। পুজোর ফুল, বেলপাতা,পুজোর নানান সামগ্রী,জঞ্জালের সাথে দেব না। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের কাছে শহরবাসী আবেদন করেছিল নোংরা আবর্জনার সাথে তারা পুজোর নানান সামগ্রী দিতে নারাজ। অবশেষে ব্যবস্থা নিল শিলিগুড়ি পুর নিগম। পুজোয় ব্যবহৃত ফুল-বেলপাতা আর ফেলতে হবে না জঞ্জালে। এই ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সার উৎপাদনের কাজে লাগাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড

থেকে এই প্রথম পুজোর ব্যবহৃত ফুল-বেলপাতা সংগ্রহের গাড়ি পরিষেবার সূচনা করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। আজ এই গাড়ির শুভ সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ওয়ার্ডের

কাউন্সিলর এবং অন্যান্যরা। এদিন রঞ্জন সরকার জানান, এই ব্যাপারটা বিশেষ কোনও জায়গাতে নেই। শুধু এই ওয়ার্ডই নয় সব মানুষের ইচ্ছা থাকে পুজোর জিনিস আলাদা ভাবে ফেলবার। এতে তাঁরা মন থেকে সন্তুষ্ট থাকবেন। ঠাকুরের ব্যাপারটা সবার কাছেই আলাদা। তাই এইভাবে কাজ করলে মানুষের মানসক অবস্থাও ঠিক থাকবে জানালেন শিলিগুড়ির ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং বর্তমান এমআইসি মানিক দে।

বর্ষার মাছ এসেছে নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার আগমনের এখনো বেশ কিছুদিন দেরি আছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে মাছ চলে এসেছে নদীতে। মহানন্দা নদীর চরে মাছ আসছে প্রতিদিন। আর কচি কাঁচাদের দল প্রতিদিনই নদীতে

জাল ফেলে মাছ ধরছে। শিলিগুড়ির সব নদীতে প্রতিবছরই বর্ষাতে মাছ চলে আসে নদীতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। গত তিনদিন ধরেই বাচ্চারা নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছে প্রচুর। এই সময় এত মাছ আসছে কোথা থেকে? যেহেতু এটা বর্ষার সময় নয়, মহানন্দা নদীর গভীরতা প্রচুর আর যে যে নদী গভীর থাকে সেই সেই নদীর গভীরতার কারণে প্রচুর ছোট মাছ এসে আটকিয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের সব নদীতেই বর্ষার সময় নদীতে মাছ চলে আসে। শিলিগুড়ির এক ছোট মাছের ব্যাবসায়ী জানিয়েছেন শিলিগুড়িতে বরাবরই ছোট মাছের একটা কদর আছে, আর বর্ষার সময় মাছ চলে আসে আপনা আপনিই। নদীর চরে বসবাস করা ছেলেমেয়েরা এই সময় এই ছোট ছোট মাছ বিক্রি করেই সংসার খরচ চালায়।

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ির মানিকগঞ্জ সীমান্তের কাঁটাতার টপকে ভারতে ঢোকার পর ছয় বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করলো বিএসএফ । জানা গেছে, কাশ্মীরে আপেল বাগানে,শ্রমিকের কাজের আশায়, দালাল মারফত ওই ছয় জন কাঁটাতার টপকে ভারতে ঢোকে। প্রথম দফায় চারজন কাঁটাতার টপকে ভারতে ঢুকতে সমর্থ হয়। এবং ট্রেন ধরতে পৌঁছে যায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগেই বিএসএফ এর হাতে ধরা পড়ে যায় ওই চার বাংলাদেশি। সীমান্তে কাঁটাতার টপকে দুজন ঢোকার সময় বিএসএফ এর হাতে ধরা পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকা ৪ বাংলাদেশি যুবকের খোঁজ পায় বিএসএফ। এর পরই তড়িঘড়ি বিএসএফ জওয়ানেরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে অভিযান চালায়, এবং সাফল্য পায়। ধৃতরা সকলেই বাংলাদেশের ঠাকুরগঞ্জ

জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ছটি নকল আধার কার্ড, দুটি প্যান কার্ড, ছটি মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ২২ হাজার ৫৩৩ টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করবে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তারা কীভাবে কোথা থেকে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছালো সেটা জানতে চেষ্টা করছে পুলিশ।

সিকিম ভ্রমণের হালচাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালিদের কাছে অন্যতম সেরা গন্তব্য দার্জিলিং,তারপরে স্থান পেয়েছে সিকিম। পুজোর ছুটি হোক , কিংবা ছোটখাটো ট্যুর সিকিম অন্যতম সেরা ঠিকানা। সিকিমে যাবার সব থেকে ভালো সময় নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত। বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ছবি তোলার সেরা জায়গা সিকিম। তবে যারা প্রকৃতি প্রেমিক তাদের বসন্তকালে সিকিমে গেলে সব থেকে ভালো লাগবে। সিকিম রেডডোনড্রন এর জন্য বিখ্যাত। এশিয়ার মধ্যে সিকিম এই পাহাড়ি ফুল উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বসন্তকালে সিকিমে দেখা

যাবে পাহাড়ের জায়গায় জায়গায় ফুটে আছে এই পাহাড়ি লাল ফুল। কোথাও কোথাও আবার এই লাল ফুলের বাহার এত ঘন যে সবুজ পাতা দেখা যায় না। বসন্তকালে সিকিমের নানা রঙের পাহাড়ি ফুল দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ি ফুলের অপরূপ শোভা নিতে বসন্তকাল সেরা সময় সিকিম ডেস্টিনেশন এর। সমতলের শহর শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর বাস মেলে সিকিম যাবার জন্য, খরচও খুব একটা বেশি নয়। তবে সিকিমের সেরা দৃশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখা। একবার সিকিম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলে সারা জীবন মনে থাকবে।

হুমকি বিজেপির জেলা সম্পাদকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা বদলও করব বদলাও নেব , পুলিশকেও বলছি আপনাদের নামেও কেস হবে এবং পরিবারের বিরুদ্ধেও কেস দেব। থানার সামনে দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে গেলাম, তৃণমূল আর বেশিদিন থাকবে না। সময় আছে শুধরে যান বক্তব্য শ্যাম প্রসাদের।

গত ২৮ মার্চ বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির নেতা কর্মীরা কোতোয়ালি থানার গেটের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখান। তারা জানান যে , পুলিশ প্রশাসন তাদের কর্মীদের বিনা অপরাধে আটক করেছে এবং রামপুরহাট নিয়ে রাজ্য সরকার-এর ভূমিকা নিন্দাজনক। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জী জানান, ছাগলদের দিয়ে চাষবাস করা যায় না। বিজেপি সম্পর্কে কিছু বলা মানে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

পাখির চোখ লক্ষ্মীভাণ্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক্ষীর ভাণ্ডার পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি মহিলার ব্যাগে। তাই উদারাস্ত পরিশ্রম করেছেন শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ড-এর কাউন্সিলার এবং বর্তমান এমআইসি শ্রাবণী দত্ত। এবারে শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ড থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে এই কাউন্সিলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কর্মযজ্ঞে। কাউন্সিলার হিসাবে শপথ নেবার একদিন পর থেকেই তার নিজের ওয়ার্ড অফিসে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি পাবার জন্য। আর হাসিমুখে তাদের সেই কাজগুলি করে দিচ্ছেন শ্রাবণী দত্ত। জানালেন, আমার ওয়ার্ডের মানুষ আমাকে ভোটে জিতিয়ে দিয়েছেন এবং কোনও প্রতিকূলতাকেই তারা মাথায় রাখেন নি,কাজেই আমার প্রথম দায়িত্ব তাদের সুবিধা এবং অসুবিধার দিকে নজর রাখা। তাই আমি তাদের ঠিকমত সুবিধা দিতে পারছি কী না, সেটাই প্রথমে দেখবো। শ্রাবণী দত্তর দিন দিন জনপ্রিয়তা শুধু শিলিগুড়িতেই নয়, এখন কলকাতাতেও আলোচনা হচ্ছে। মানুষকে সম্মান করেন,তার ব্যবহার ভালো এবং প্রচণ্ডভাবে মানুষকে সাহায্য করেন এই তিনটে বিশেষণ যুক্ত আছে শ্রাবণীর সাথে। তিনি মানুষকে ফিরিয়ে দেন না এবং তার কাছে আসলে কেউ হতাশ হয় না। এই সব প্রশংসাই আমার শক্তি বলে জানালেন শ্রাবণী। যিনি সবসময় সত্যের পাশে থেকেছেন,কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি,যার একমাত্র কাজই হল কাজ করা।এমআইসি হবার পরে আমার প্রচণ্ড ব্যস্ততা বেড়েছে। এমআইসি হবার পরে আমাকে রোজ ৬-৭ ঘন্টা সময় দিতে হয়।তাই আমার ওয়ার্ড অফিসে আসতে একটু দেরি হয় জানালেন শ্রাবণী দত্ত। আমার বিশ্বাস আছে আমি ওয়ার্ড অফিস এবং আমার এমআইসির দায়িত্ব সঠিকভাবে সামলাতে পারবো।

শব্দবার্তা ১৯৩

১			২	■	৩	■
	■	■	৪			
	■			■		■
৫	৬			■		
■		■		৭		৮
		■			■	
৯					■	
■		■	■	১০		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বলি ৪। ছোটো লাঠি বিশেষ ৫। সাধু— ৭। পান্না ৯। যাকে বারবার দেখেও আশা মেটে না ১০। ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

উপর-নীচ

১। উপেক্ষিত ২। (ব্যাক.) নিয়মের ব্যতিক্রম ৩। তাঁতযন্ত্রে ইনি নাটাইতে সুতো জড়ানোর কাজ করেন ৬। দ্বাদশ শতকের বাংলার প্রসিদ্ধ রাজা ৭। মজা, কৌতুক ৮। বুদ্ধদেব।

সমাধান : ১৯২

পাশাপাশি : ১। আবেগ ৪। অথবা ৫। সিং দরজা ৬। কল্পলোক ৭। খোলতাই ৯। মনোবিকার ১১। পোদ্দার ১২। হদিশ।

উপর-নীচ : ১। আবাসিক ২। গলদ ৩। নাতজামাই ৬। কলমপেশা ৭। খোরপোষ ৮। তাকর ১০। বিরহ।

শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবনিযুক্ত মেয়র গৌতম দেব জানান, বাগরাকোর্ট এলাকায় লোকাল বাস স্ট্যান্ড কে সরিয়ে তিনবাত্তি মোড়ের পরিত্যক্ত জমিতে নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২.০৭ কোটি টাকা প্রকল্পের ব্যয় হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া শহরের আরও একটি বড় সমস্যা হল অল্প বৃষ্টিতেই শহর শিলিগুড়ির বেশকিছু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই ওয়ার্ড গুলোর কথা মাথায় রেখে নতুন বাজেটে

৩১ , ২৫ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অল্প বৃষ্টিতেই জমা জল এশিয়ান হাইওয়ের তলা দিয়ে মহানন্দা নদীতে ফেলা হবে । এই প্রকল্প বাবদ নতুন বোর্ডের কাছে এক কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রেখেছেন গৌতম দেব।কাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি বড় অফিসকে সিসিটিভি এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় একটি ফুট ওভারব্রিজ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি থানার সন্নিকটে অবস্থিত শহিদ বেদিটি পুনর্নির্মাণ করে তাতে আলোচিত করা হবে। এছাড়া জল সরবরাহের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি রাখা হয়েছে তা হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রত্যেকটি বাড়ির জল কর মুকুব করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হোল্ডিংগুলো থেকে জল কর নেওয়া হবে। পাশাপাশি হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, স্টেশন ফিডার রোড-এর ৫০% জলকর বৃদ্ধির করবার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান মেয়র।

আলিপুর বার্তার
সার্কুলেশনের জন্য
যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

জামা খুলতেই বেরিয়ে এলো বন্দুক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বেআইনি বোমা অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য। এমনকি কোনও দুষ্কৃতী কারোর অঙ্গুলি হেলনে ছাড়ও যেন না পায়। মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশ পেতেই নড়েচড়ে বসে বিভিন্ন থানার পুলিশকর্তারা। উদ্যোগ গ্রহণ করেন এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য। শুক্রবারে রাতে বাসন্তী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, থানা এলাকার কৃষ্ণানগর বটতলা এলাকা এক দুষ্কৃতী ঘোরাফেরা করছে। খবর পাওয়ার মুহূর্তে বাসন্তী থানার আইসি আব্দুর রব খানের নির্দেশে এসআই ইন্দ্রজিৎ ভকত এর নেতৃত্বে একটি পুলিশ টিম ঘটনাস্থলে হাজির হয়। সেখানেই সুবিদ আলি নামে এক ব্যক্তিকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। সদুত্তর না পেয়ে তার দেহে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। ওই ব্যক্তি জামা খুলতেই বেরিয়ে পড়ে একটি দেশজ বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ। অবৈধ অস্ত্র ও গুলি রাখার অপরাধে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর কয়েক মাস আগেও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দুষ্কৃতীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেই সময়ওই ব্যক্তি কোন ক্রমে বাড়ি হতে বের হয়ে পুলিশের নাগাল থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। সেই সময় তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশজ লম্বা একনলা বন্দুক ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছিল বাসন্তী থানার পুলিশ। সে সময়ও ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পলাতক থাকায় পুলিশ তার টিকি খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিন ধরা পড়ায় স্বস্তি পায় বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তি এলাকায় নানান ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

প্রতিবন্ধী মহিলা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর ৬০ বয়সের এক মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল এলাকার বাসন্তী দেওয়ান। গত ৩০ নভেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফেরেন নি। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলার পরিবার। সময়ের সাথে সাথে অনেক জল গড়িয়েছে। একসময় নিজের বাড়িতে পৌঁছাতে না পেরে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে পৌঁছে যায় বাসন্তী দেবী। সেখানে গোসাবা বাজার এলাকায় ওই মহিলাকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। তাদের সন্দেহ হলে তারা গোসাবা থানার পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে তার সাথে কথা বলেন। বুঝতে পারেন তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী। মহিলার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ সুদূর আসানসোল থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। উদ্ধার হয় মহিলার পরিবারের ঠিকানা। মহিলার পরিবারকে ঘটনার কথা জানানো হয় আসানসোল থানার তরফে। পুলিশ মারফত হারিয়ে যাওয়া পরিবারের লোকের খোঁজ পেতেই আসানসোল থেকে গোসাবা থানায় হাজির হয় ওই মহিলার ভাইপো কালিচরণ দেওয়ান। সমস্ত তথ্য যাচাই করে বাসন্তী দেওয়ানকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় গোসাবা থানার পুলিশ। দীর্ঘ প্রায় চার মাস পর হারিয়ে যাওয়া বাসন্তী দেওয়ানকে ফিরে পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তার ভাইপো কালিচরণ দেওয়ান। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস জানিয়েছেন বছর ৬০ বয়সের এক মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে উদ্ধার করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল থানা এলাকায় তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গোসাবা থানার তরফে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন তিন স্কুল পড়ুয়া সহ মোট ৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ক্যানিং থানার বাইশসোনা মোড় এলাকার ক্যানিং–বারুইপুর রোডে। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে বছর চার বয়সের অমিত মন্ডলকে নিয়ে তার বাবা অক্ষয় মন্ডল সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। আচমকা পিছন থেকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারলে বাবা ও ছেলে ছিটকে পড়ে যায়। পাশাপাশি বেপরোয়া গাড়ি চালক ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনী প্রাণ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রাকেশ সরদার ও নবম শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রিয়া সরদার সহ অপর একজনকে সজোরে ধাক্কা মারে । পরপর পাঁচজনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় গাড়ি চালক। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থা জখমদের ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যায়। অক্ষয় মন্ডল ও তার শিশু সন্তান অমিত মন্ডলের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। অপরদিকে এমন ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের জেরে প্রায় দুঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ক্যানিং–বারুইপুর রোড। সারে সারে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় যানজট। সেই মুহূর্তে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থালে থাকলেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখা যায় বলে সাধারণ গাড়ি চালকদের দাবি। পুলিশ কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় দীর্ঘ দুঘন্টা অবরোধ হওয়ায় জনজীবন ব্যহত হয়। এমন পরিস্থিতিতে আসরে নামেন ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি অরিত্র বসু। অবরোধে সামিল হওয়া উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে অবরোধ তুলতে সক্ষম হয়।

ফেরার ডাকাত ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকাতির কেসে ফেরার এক দুষ্কৃতী অবশেষে ধরা পড়লো পুলিশের জালে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুর এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের এস আই দিগন্ত মন্ডল ও তাঁর অপারেশন টিম বুধবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুর এলাকা থেকে সালাউদ্দিন গাজি (৩৩) নামে একজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারো নাগাদ জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুরে কুলপি রোড লাগোয়া এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হওয়া একদল দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। ওই দিন পুলিশের হাতে ধৃত সাত জন ছিলো –সাজাহান গাজি অরফে লাল্টু (৩০),বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুর এলাকায়, মামুদ আলি সেখ (২৯),বাড়ি মন্দিরবাজার থানার কারবালা কলোনী এলাকায়, রবিউল গাজি। বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর বিলপাড়া এলাকায়, সাগির হোসেন গাজী(২০), বাড়ি জয়নগর থানার ময়দার উত্তর পাড়া এলাকায়, সচিন ঘরামী অরফে হারু (৩৬), বাড়ি মথুরাপুর থানার লালপুর এলাকায়, সেখ মইদুল (২৯),বাড়ি রবীন্দ্রনগর থানার সন্দেশপুর এলাকায় এবং সাইফুল গাজি,বাড়ি মথুরাপুর থানার বাসুদেবপুর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে ওই দিন উদ্ধার হয়েছিলো ১ টা ভোজালি, ২ টো শাবল, ২ টো রড, ২ পিস হেসকো ব্লেড সহ ডাকাতির কিছু সরঞ্জাম। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে তদন্ত করছিল পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছিল তাদের সাথে আর কত জন ছিলো। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে এদিন সালাউদ্দিন গাজিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

মেটিয়াবুরুজের আক্রা রোডের বড়তলা মোড়ে নিত্যদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। যথেচ্ছ গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢুকে পড়ায় তুমুল সমস্যায় পড়েন পথচলিত মানুষ থেকে এলাকাবাসী। বহুদিন যাবৎ এমন অরাজকতা দেখেও প্রশাসন উদাসীন (বাঁদিকে)। মহেশতলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ডাকঘর মোড় থেকে বিপদজ্জনকভাবে ট্রেকারে করে যাতায়াত করে যাত্রীরা। বহু দুর্ঘটনা সত্ত্বেও প্রশাসন থেকে যাত্রী, চালকের কারোরই হুঁশ ফেরে না। প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলছে সকলেই (ডানদিকে)। ছবি : অরুণ লোধ

আকাশের নিচে মিড ডে মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত প্রায় দু'বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আম্ফান তান্ডব চালিয়েছিল। সেই তান্ডবে উড়ে গিয়েছিল স্কুল ঘরের ছাউনি। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আজ অবধি মেরামতি হয় স্কুলের ছাউনি। অভিযোগ একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সমাধান মেলেনি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে শিশুদের মিড ডে মিলের রান্নার কাজ চলছে খোলা আকাশের নীচে। এমনই প্রতিচ্ছবি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া এলাকায়। উত্তর মোকামবেড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তৃপ্তি গায়েনের

অভিযোগ বিগত দু'বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে উড়ে গিয়েছিল স্কুল রান্নাঘরের ছাউনি। ভেঙে গিয়েছিল স্কুলের বেশ কয়েকটি দেওয়ালও। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও প্রকার সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই খোলা আকাশের নিচে মিড–ডে মিলের রান্না করতে হচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে রান্না করতে নানান সমস্যায়ও পড়তে হচ্ছে রাঁধুনিদের। কখনো রোদ কখনো বা প্রবল বৃষ্টি। আবার মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না। ফলে আমাদের কিছুই করার নেই। উল্লেখ্য খোলা আকাশের নিচে রান্না করার ফলে নানান রকম নোংরা আবর্জনা পড়ছে খাবারের উপর। তাতেই সমস্যা হচ্ছে স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র–ছাত্রীদের। আর সেই সমস্ত খাবার খাওয়ার ফলে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। কবে হবে স্কুলের রান্না ঘরের মেরামতি? অধীর আগ্রহে চাতকের মতো সেদিকে তাকিয়ে অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। এখন দেখার বিষয় কবে হবে এমন প্রতীক্ষার অবসান।

বেহাল রাস্তা, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। সেই বেহাল রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হয় নিত্যযাত্রী থেকে গাড়ি চালকদের। দীর্ঘ চার বছর ধরে রাস্তার মেরামত না হওয়ায় রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালো গাড়ি চালকরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার হোগলডুগুরী এলাকায়। স্থানীয় সোনাখালী থেকে গোসাবার পাঠানখালী যাওয়ার একমাত্র রাস্তার বেহাল অবস্থা।সেই রাস্তা মেরামতের জন্য প্রশাসনকে বারে বারে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। রাস্তা মেরামত না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে এলাকাবাসীদেরও। আর সেই কারণে এদিন প্রায় ২০০ জন পরিবহন কর্মী রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি যতক্ষণ রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ না নেবে প্রশাসন ততক্ষণ অটো, টোটো সহ সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে। অন্যদিকে, বেহাল রাস্তা

প্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, রাস্তাটি তৈরির ব্যাপারে জেলাপরিষদ ও পিডব্লিউডি কে জানিয়েছি। আশাকরছি রাস্তাটি খুব শীঘ্রই তৈরি হবে। যাতে করে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

দক্ষিণরায়ের পদচিহ্ন! আতঙ্কিত এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার লোকালয়ে দক্ষিণরায়! আতঙ্ক ছড়ালো সুন্দরবনযজঙ্গল সংলগ্ন গ্রামে।এবার ঘটনাস্থল প্রত্যন্ত সুন্দরবন সংলগ্ন ঝড়খালি ত্রিদিব নগর এলাকায়। সুত্রের খবর বুধবার সকালে ঝড়খালি ত্রিদিব নগর সংলগ্ন হেড়োভাঙা জঙ্গল এলাকার নদীতে মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন একদল মৎস্যজীবী।

তাদের নজরে পড়ে দক্ষিণরায়ের টাটকা পায়ের ছাপ। তারা আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ ও বনদফতর কে খবর দেয়। লোকালয়ে দক্ষিণরায়ের আগমন খবর পেয়েই ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পৌঁছায় বনদফতরের কর্মীরাও। বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখে বনকর্মীরা বাঘের সন্ধানে জঙ্গলে নেমে খোঁজ শুরু করেন। তবে দক্ষিণরায়ের পদচিহ্ন দেখা গেলেও স্বশরীরের দেখা মেলেনি। বনদফতরের কর্মীদের অনুমান বাঘটি জোয়ারের সময় নদী পেরিয়ে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। আবার সে মূল জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। যদিও দক্ষিণরায়ের পদচিহ্ন প্রকাশ্যে আসতেই জঙ্গসংলগ্ন এলাকার মানুষজন আতঙ্কে রয়েছেন।

পরিচারিকার খোঁজে অপহৃত যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : কাজের মাসি খুঁজতে এসে অপহৃত উত্তরবঙ্গের বেসরকারি সংস্থার এক কর্মী, ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন, কুলতলিতে। পুলিশের তৎপরতায় পরে উদ্ধার, ধৃত দুই অপহরণকারী। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ব্যারাকপুরে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। বেসরকারি সংস্থার ওই কর্মী কর্মসূত্রে প্রায়ই কলকাতায়ও আসেন। কলকাতার আশেপাশে এলাকা থেকে কাজের মাসির খোঁজ করছিলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা রাজীব চৌধুরী। অচেনা নম্বর থেকে ফোনে আলাপ হয়ে এক মহিলার। সেই মহিলা রাজীব বাবুর ভাড়া বাড়িতে কাজ করার জন্য রাজি হন। তারপর সেই মহিলা তাকে তার বাড়িতে এসে পরিবারের সাথে কথা বলার জন্য আসতে বলে। সেই মোতাবেক গত মঙ্গলবার তিনি শিয়ালদহ থেকে ডাউন ট্রেনে চেপে মথুরাপুর রোড স্টেশন নামেন, সেখান থেকে বাইক করে অচেনা একটি জায়গার একটি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে সেখানে আটকে রেখে ক্রমাগত মারধর করা।

রাজীব চৌধুরীর পরিবারের লোকজন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফোন নম্বর ট্রেস করে কুলতলি থানার সিকিরহাট এলাকার খোঁজ পাওয়া যায়। বারুইপুর জেলার পুলিশের পুলিশ সুপারের বৈভব তিওয়ারির নির্দেশে কুলতলি থানার আই সি অর্ধেন্দু শেখর দে সরকার নিজেই পুলিশের একটি টিম নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। আর এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত জাহাঙ্গীর বৈদ্য ও সাদ্দাম খানকে বৃস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। এই অপহরণ চক্রের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তা জানতে আদালতের কাছে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানাবে পুলিশ। সেই সঙ্গে মোবাইলের নম্বর ধরে ওই মহিলার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

রুর‍্যাল ডাক্তাররাই প্রত্যন্ত এলাকার ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমগ্র বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে আধুনিকীকরণ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। ভারতবর্ষ সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগেও রাজ্যের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলি আজও অবহেলিত। এ সমস্ত এলাকাগুলিতে মরুভূমির মরুদ্যানের মতো রুরাল বা গ্রামীণ চিকিৎসক ওরফে হাতুড়ে বা কোয়াক ডাক্তাররাই হয়ে ওঠেন

একমাত্র ভরসাস্থল বা বিপদের বন্ধু। বিশেষ করে সাম্প্রতিক করোনাকালে এইসব রুর‍্যাল ডাক্তাররা সংক্রমণের ঝুঁকি উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে আজও ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এইসব রুর‍্যাল ডাক্তারদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে এই চিকিৎসকদের নিয়োগের প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্বাস্থ্য দফতরকে নির্দেশিকা জারি করেন। এমনই মন্তব্য বিভিন্ন রুর‍্যাল চিকিৎসক মহলের। এ প্রসঙ্গে রুর‍্যাল ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ আজিজুর রহমান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্য দফতরকে অনুরোধ করেছি, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালেও রুর‍্যাল ডাক্তারদের নিয়োগের পরিকল্পনা চলছে স্বাস্থ্য দফতরে। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য সচিবও চিন্তিত বলে জেনেছি। এজন্যে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে রুর‍্যাল ডাক্তারদের নাম নথিভুক্তিকরণ চলছে। স্বাস্থ্য দফতর সুচিন্তিতভাবে গ্রামীণ ডাক্তারদের নিয়োগের একটা সুবন্দোবস্ত করবে বলে আমরা আশাবাদী।' এই মর্মে আগামী ২৯ মে ২০২২, চতুর্থ জেলা সম্মেলনের দিন ধার্য করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ডাঃ আজিজুর।

সিটকভারের নীচে আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ২

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বাইকের সিটকভার খুলতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। একে একে বেরিয়ে এলো দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি কার্তুজ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার সুরিরাইট বর্গাপাড়া এলাকা। বাকিবুল্লা মোল্লা ও জয়নাল লস্কর নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকার

পরেই রাজ্যজুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে নেমে পড়েছে রাজ্য পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার অস্ত্র উদ্ধারের পরে এবারে রীতিমতো নাটকীয়ভাবে জীবনতলা থানা এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার পুলিশ।

রবিবার গভীর রাতে সুরিরাইট বর্গাপাড়া এলাকা নাকা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় একটি বাইক আসে। সন্দেহ হওয়ায় বাইক চালক ও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। এরপর তল্লাশি করতে গিয়ে বাইকের সিটকভারের দিকে নজর পড়ে পুলিশের। সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁকি মারছে।

প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে সিটকভার খুলতেই বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র সহ কার্তুজ। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুজনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ থানার আমতলার কুমারজোল এলাকায়। জীবনতলা থানার পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এদিন রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? আর কারা যুক্ত রয়েছে? সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঋষি অরবিন্দের সার্দ্ধ শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঋষি অরবিন্দের সার্দ্ধ শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সংস্থার নিজস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয় ভবনে। বর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হবে

এখানে। গত বুধবার সকাল ১১টায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সেলিব্রেশন কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানান, ১৩৯৯ সালের ১লা বৈশাখ (১৯৯২ সাল ১৪ এপ্রিল) বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পথ চলা শুরু। ১৯৯৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। চলতি বছর স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে বিপ্লবী ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সার্দ্ধ শততম বর্ষের উদযাপন চলছে সারা দেশে। পণ্ডিচেরীর সঙ্গে কে নারায়ণন ও কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ঘুরে গিয়েছেন নিলয়ে।

সংগঠনের সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ জানান, আগামী ৩ এপ্রিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চের প্রধান ড. ডি আনন্দ রেড্ডি। এছাড়া থাকবেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেপাল রঞ্জন ঘোষ, কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ওই দিন শ্রীঅরবিন্দের উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হবে।

মেডিক্যাল সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নোয়াপাড়া শাখার উদ্যোগে ২৬তম বার্ষিক মেডিক্যাল কনফারেন্স 'মেডি উৎসব' আয়োজিত হল ইচ্ছাপুর মানিকতলা লগ্নদীপা উৎসব লজে। এই সম্মেলনে 'লিভ হার্ড' বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন ও ডাঃ জ্যোতিময়ী পাল, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ ও নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থসারথি মজুমদার, নোয়াপাড়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ রঞ্জিত সরকার এবং সংগঠনের সভাপতি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন।

ছবি : সমরেশ চক্রবর্তী

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল, ২০২২

দাম কমাতেই হবে

গুপী গায়েন বাঘা বায়েন সিনেমার সেই বিখ্যাত লাইন 'তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল' আজ বর্তমান প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ইউক্রেন সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব ভারতের বাজারেও তীব্র ভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। জানা গিয়েছিল, যুদ্ধরত রাশিয়ার থেকে সহজলভ্য জ্বালানি তেল আমদানি হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বারংবার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। রাজনৈতিক দলগুলিও রণংদেহী মূর্তিতে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত। পেট্রল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি মানে সব কিছুরই মূল্য বৃদ্ধির সূচনা। বাজারের শাক সব্জি থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। খেটে খাওয়া গরিব মানুষের অবস্থা শুধু তারাই বুঝতে পারে। সব রাজনৈতিক দলের দাবি গরিব মানুষের জন্য তারা কাজ করবেন। বাস্তবক্ষেত্রে চিত্রটা ঠিক ভিন্ন। ওষুধ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। বাজার অগ্নিমূল্য কিন্তু রাজনৈতিক জৌলুস সভা সমিতির খামতি নেই। সামাজিক অবস্থান অনুসারে কম বেশি সুবিধাভোগী সম্প্রদায় নানাভাবে রাষ্ট্রের কম বেশি সুবিধা পেয়ে আসছে। রাজনৈতিক সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতপাতের সংরক্ষণ সমাজকে নানাভাবে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। দেশে সরকারি কর্মীদের নানা সময়ে বেতন বৃদ্ধি ঘটলেও বেসরকারী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে বেতনের হেরফের হয় না। এমন কী পেনশন ভোগী অবসর প্রাপ্তদের অবস্থাও এই বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে পারে না। দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষ এবং প্রান্তিক মানুষদের অবস্থা আরও খারাপ। সমাজের রাজনৈতিক আশ্রয়ী কোনও কোনও নেতা উপনেতার প্রাসাদ তুল্য আবাসন জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও গরিব মানুষের ক্ষুধা স্তিমিত হয়ে যায় রাজনৈতিক ঢক্কানিনাদ এবং চাকচিক্যের আড়ালে।

জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়তো রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বাৎসরিক ইস্যু হয়ে থাকতে পারে কিন্তু দিন আনি দিন খাওয়া মানুষগুলির রোজনামচার খবর সামনে আসে না। এক শ্রেণির গণ মাধ্যমের আফিন তুল্য সম্মোহন সিরিয়াল দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাল্পনিক জগতের মায়াতে সাধারণ নাগরিকের একাংশ কিছুটা স্বস্তি পেলেও, তৃপ্তি পেলেও বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কর্ম সংস্থানের অভাব পরিস্থিতিকে ক্রমশই জটিল করে তুলছে। দিনের পর দিন চলতে থাকা দারিদ্র দেশের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মকে ক্রমশ পঙ্গুত্বের দিক ঠেলে দিচ্ছে। এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প আপাত স্বস্তি দিলেও সুদূর প্রসারী ফল লাভে কতটা সফল হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল চিন্তিত। ভারতের মতো কল্যাণকামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সুফল সর্বত্র পৌঁছে দিতে চাই বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। কর্মমুখী শিক্ষা যাতে বেকারত্ব ঘোচাতে সফল হয়। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যায় সেদিকটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভেবে রাখা অত্যন্ত জরুরি। কোনও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র তখনই সফল হবে যখন দেশের নতুন প্রজন্ম সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ পাবে। তাদেরকে শুধুমাত্র ভোটার পরিসংখ্যান হিসাবে তুলে ধরার প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। খালি পেটে যেমন ধর্ম হয় না তেমনি খালি পেটেও দেশগড়ার কাজ সম্ভব নয় প্রায়। বর্তমান রাজনীতিকরা দয়া করে বিবেক দিয়ে এই সত্যটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

ধারণ করতে পারে। মানুষের দাঁতের আকৃতি যেহেতু ভিন্ন ধরনের, তাই বিষ্ঠা বা মাংস আহার তার জন্য নয়, এমন কি সবচেয়ে অনুন্নত আদিম অবস্থায়ও বিষ্ঠা আস্বাদনে তার কোন বাসনা থাকে না। মানুষের দাঁত এমনভাবে তৈরি যা দিয়ে সে ফল, শাক-সবজি চুষতে পারে আর কুকুরের মতো দুটি দাঁতও দেওয়া হয়েছে যাতে সে মাংস খেতে পারে।

মানুষ ও পশুর জড় শরীরগুলি জীবাত্মার এক বিজাতীয় পরিচ্ছদ বিশেষ। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জীবের বাসনা অনুযায়ী সেই দেহগুলি পরিবর্তন করে। বিবর্তন চক্রে জীব একের পর এক পরিবর্তন করে। এই জগৎ যখন জলময় ছিল, জীব তখন একটি জলজ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর সে উদ্ভিদজীবন থেকে কীটজীবন, কীটজীবন থেকে পাখিজীবন, পাখিজীবন থেকে পশুজীবন এবং পশুজীবন থেকে মনুষ্যরূপ অতিক্রম করে। সবচেয়ে উন্নত দেহ হচ্ছে মনুষ্যদেহ যখন

ফেসবুক বার্তা

প্রাচীনকালের মাস্টার-শেফ

রাজা নল (নল-দময়ন্তী খ্যাত নল) একজন মহান রাঁধুনি ছিলেন। তার রন্ধন সম্পর্কীয় গ্রন্থ "পাক-দর্পনম"-এ 'মানস-ওদান' (যার অর্থ বিরিয়ানি) সহ শত শত রেসিপি বর্ণনা করা আছে।

সুতরাং বিরিয়ানির প্রচলন মুঘলদের ভারতে আসার আগে থেকেই ভারতে ছিল।

গোপাল নাগর পুরুষোত্তম

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদিয়া

পর্ব–১২

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে হিংসাদীর্ণ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বিভেদ দলাদলি-যুদ্ধ-ধ্বংসের আবহে অবস্থান করে মধ্যযুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু কেমন করে মানবতার জয়গান গেয়ে মনুষত্বের জয়ধ্বজা উদ্দিন করেছিলেন তা ভাবনার অতীত। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তা পর্যালোচনা করলেই তার একটু নির্যাস আমরা অনুধাবন করতে পারি মাত্র। প্রভু নিত্যানন্দের মানব কল্যাণ পতিত উদ্ধার ধমপ্রচারে যে বারোজন মানুষ সক্রিয় কায়-মন-বাক্যে সহযোগিতা করেছিলেন তারাই বৈষ্ণব ইতিহাসে দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধন ও আধ্যাত্মিক শক্তির সীমা পরিসীমা ছিল না।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই ত্যাগী পুরুষদের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষিত হয় নি। আমাদের দেশের ইতিহাস লেখা হয় রাজরাজাদের বিষয় নিয়ে। সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের কুশীলবদের ঠাঁই হয়না মুখ্যধারার ইতিহাসে। তাদের ইতিহাস রক্ষিত হয় শিষ্য প্রশিষ্যদের স্মৃতি তর্পণের মাধ্যমে। তাই সব সময় সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব রক্ষিত হয় না। খুব ভাসা ভাসা, টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা থেকে আহরিত সম্ভাবনাকেই ধরে নিতে হয়। এই পর্বে শেষ যে গোপালের কথা আলোচনা করব তিনি তেমনি একজন গোপাল যাঁর নাম পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি হলেন নাগর পুরুষোত্তম। ইতিপূর্বে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের কথা আলোচিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে নাগরপুরুষোত্তম ও পুরুষোত্তমদাস একই ব্যক্তি। আগের আলোচিত পুরুষোত্তমদাসের পাট ছিল সুখ-সাগর নদিয়ায় আর নাগর পুরুষোত্তমের বাস ছিল নবদ্বীপেই। এই নাগর শব্দটির প্রতিপত্তি নিয়ে ধন্দ আছে। অনেকে মনে করেন নগরে বাস করে নাগরিক থেকে নাগর শব্দ এসেছে। অনেকে মনে করেন গুজরাটের একটি স্থানে প্রচুর সাপ বাস করত। তাই সেই স্থানে ন-গরল থেকে ন-গর এসেছে। এবং অনেকে মনে করেন এইখানের বাসিন্দাদের দ্বারাই নাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু বৈষ্ণব ভাবধারায় নাগর শব্দটি বিশেষ দ্যোতনা আছে। নাগর বলতে এখানে রসিক, প্রেমিক, বিজ্ঞ, বিদগ্ধ পণ্ডিত বোঝায়। নাগর পুরুষোত্তম ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণসখা দাম ছিলেন। আর পুরুষোত্তম দাস ব্রজ লীলায় স্তোক কৃষ্ণ ছিলেন। ফলে দুইজনে একই নামের পৃথক ব্যক্তি তা সহজেই অনুমান করা যায়। দু-জনকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার কারণে বোধহয় একজনের নামের আগে নাগর বিশেষণ বসানো হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভু নিত্যানন্দের লীলা সহচর দুই জন পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায় নিত্যানন্দ পরিকর বলে পরিচিত। পুরাতন হাতের লেখা গৌরগণোদ্দেশ পুঁথিতে আছে 'দাম নমো সখা প্রাক যো নাগরঃ পুরুষোত্তম।' সদাশিব সুতো নাম্না ঠাকুর পুরুষোত্তম। বৈদ্যবংশোদ্ভব স্তোককৃষ্ণ যো বল্লবো ব্রজে'।। এর থেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নাগর পুরুষোত্তম ব্রজলীলায় দাম নামে গোপ ছিলেন। আর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন স্তোক কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছে 'নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়। নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়।'

শ্রীধর পণ্ডিতের মতোই নাগর পুরুষোত্তম নবদ্বীপেই বসবাস করতেন। কেউ কেউ বলেন 'নখছড়া' গ্রামে নাগর পুরুষোত্তম থাকতেন। আবার কেউ বলে 'বনকুসুন্ডাবে' পুরুষোত্তমের বাসছিল। বারবার গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের জন্য তাঁর বসত বাটি ও শ্রীপাটের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর জীবনপঞ্জীও অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে আর সব গোপাল গণের মতো তিনিও নিত্যানন্দ অনুগামী ছিলেন। বারোজন গোপালের মধ্যে একমাত্র শ্রীধর বাদে সকলেই নিতাইয়ের অনুগামী। নিতাই সেবকগণ নিতাইয়ের মতোই গৌর প্রেমের অধিকারী ছিলেন। সাধন ভজন আর মানব কল্যাণের ব্রতধারীগণ এক এক জন যেন স্বতন্ত্র নিত্যানন্দ। সেই পথে নাগর পুরুষোত্তম ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী। পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবের সময় নিত্যানন্দের পাশে ছিলেন নাগর পুরুষোত্তম। বৈষ্ণব সমাজে যে চৌষট্টি মহান্তের পূজা হয় তাদের মধ্যেও নাগর পুরুষোত্তমের নাম রয়েছে।

বাংলার ঘরের ছেলে গৌর-নিতাই আজ দেশে বিদেশে পূজিত হচ্ছে। নাম গানের মাধ্যমে ভগবত সেবার আয়োজন আজও কিছু কম হচ্ছে না। ইতিহাস মনে না রাখলেও সাধন পরম্পরায় গুরুশিষ্য শিষ্যা গণ মধ্যযুগের গোপাল গণের আদর্শকে আজও জীবন্ত রেখেছেন। ছবি নেই, পাট নেই, বংশ পরিচয়ও নেই অনেকের। কিন্তু তবুও তাঁরা বৈষ্ণব সাধন ধারা চলমান স্রোতের মতো নিরন্তর বয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগে।

'আজও লীলা করে গোরা রায়/কেউ কেউ ভাগ্যবান দেখিবারে পায়'। এই গোরা রায়ের লীলা বিকশিত করার ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। নিত্যানন্দই গৌর প্রেমের হাঁড়ি মাথায় করে নগরের পথে পথে ফেরি করে ফিরেছেন। আর দ্বাদশ গোপালগণ তাঁর প্রতিভূ হয়ে নিরলস প্রেম বিতরণ করে গেছেন।

গৌর প্রেম কি তা মানুষ নিত্যানন্দ সহ বারো গোপালের থেকে শিখেছেন। প্রেমে মাতোয়ারা গোপালগণ ঈশ্বর ভক্তি পাঠ পড়িয়েছেন মানুষকে। দেহকে সলতে করে মন তেলে জ্বালিয়ে অপরের পরমার্থিক পথকে আলোকিত করে গেছেন যে গোপালগণ তাঁদের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। ভুল ত্রুটি যদি কিছু হয়ে থাকে যদি কোন তথ্য বাদ পড়ে থাকে তাহলে তা আমার অজ্ঞতা বা অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন পাঠকগণ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। (শেষ)

বিনিময় প্রথা থেকে বিট কয়েনের যাত্রাপথ

অমিতাভ সেন

মহাভারতে আছে বিরাট রাজা এক লক্ষ গোদান করেছিলেন। মুদ্রার যখন প্রচলন হয়নি তখন পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে ছিল অটিকলস অফ ইউটিলিটি। বিপদে পড়লে এ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। দেশভাগের সময় অনেকেই বাস্তুভিটে বিনিময় করেছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে স্টেবল স্ট্যান্ডার্ডরাইজসনের বড়োই অভাব। চাণক্য বলেছেন অর্থ ততক্ষণই পূর্ণবল দেয় যতক্ষণ ব্যক্তির অ্যাবসোলিউট কন্ট্রোলে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। অর্জিত অর্থ তখনই মালিক থেকে ব্যাঙ্কের কন্ট্রোলে চলে গেল। অধিকন্তু ব্যাঙ্ক চার্জ করতে পারে। আবার প্রমিসরি নোটের কিছু স্ব-আর্জির সমস্যা আছে। এর ছাপানোর খরচ আছে এবং কারেন্সির লাইফ স্প্যানও বেশি নয়। কোভিড কালে দেখা গেছে এর মাধ্যমে ইনফেকশন ছড়াতে পারে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া জালি নোট। ডিমানিটাইজেশনের সময় পাকিস্তানে ১২ লক্ষ কোটি টাকার জাল কারেন্সি বেকার হয়ে যায়। পাকিস্তানের সরকারী মদতে প্যারালাল ইকনমি ভারতে রফতানি হতো। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূলে এই জালি নোট। তাই অনেক প্রযুক্তিবিদ ভাবছেন সবই যখন ডিজিটাইজড হয়ে যাচ্ছে পুরনো কারেন্সি কনসেপ্ট এ পড়ে থেকে লাভ কি? অর্থনৈতিক দুনিয়ায় বহু রিয়ল ভ্যালু সমস্যার সমাধান করবে বিট কয়েন- প্রযুক্তিবিদদের এটাই মত।

ট্রাডিশনাল অর্থনীতিতে টাকা ছাপানো হয় সোনা/রুপার পরিপ্রেক্ষিতে। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। ক্রিপটো কারেন্সি হলো টাকার ডিজিটাল ফর্ম, এর নিয়ন্ত্রক কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়। টাকা অনুভব-স্পর্শযোগ্য ট্রানজেবল অ্যাসেট এবং এর মাধ্যমে অন্য ট্রানজেবল অ্যাসেট কেনা যায়। একাজের লেনদেন ক্রিপ্টোতেও করা যায় তবে কপিউটর মাধ্যমে। এই ট্রান্সজকসন নিয়ন্ত্রণ করে একটা কোড। ক্রিপ্টোর কোনো

ফিজিক্যাল ফর্ম নেই। বাস্তব অ্যাকাউন্টেন্সিতে হিসেবরাখার লেজার থাকে। ক্রিপ্টোতে Peer to Peer নেটওয়ার্কে লেজার রাখা হয়, Block Chain পদ্ধতিতে। কোনো লেনদেন হলে (যেমন 'ক' পাঁচটি বিট 'খ' কে দিল) কম্পিউটরের প্রতিটি নোড পয়েন্টে তার রেকর্ড থাকে। কাজেই লেজার একটি নয়, অনেক, কেউ যদি ছেড়ছার করতে চায়, তবে অনেক নোড পয়েন্টে করতে হবে। সেটা প্রায় অসম্ভব। এখন ব্লক চেইন কি। গ্রামে আমি দেখেছি মুদিখানা দোকানে যে হিসেব রাখতো একটা স্লেটে মালের নাম ও পরিমাণ পেনসিল দিয়ে লিখে ওজন করা কর্মচারিকে দিয়ে দিত। স্লেট/পেন্সিল-এর কাজ যে করে তার নাম ব্লক একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটির (1 MB) মেমারি ডিভাইস যা কম্পিটর এ থাকে। প্রতিটি মুহূর্তে হাজার হাজার ট্রানজ্যকসন এর রেকর্ড ব্লক রাখে। একটা স্ল্যাব পূর্ণ হলে আরেকটি আসে। প্রতিট ব্লকের ডাটা একে অপরের সঙ্গে লিংকিং করা থাকে বা চেইন করা থাকে যাতে একটা ব্লকের একটা এন্ট্রির রেফারেন্সের মাধ্যমে অন্য ব্লকের আরেকটা ট্রানজকশনের ডিটেলস জানতে পারা যাবে। একেই বলে ব্লক চেইন সিস্টেম। এতে সমস্ত ব্লক (লেয়ার) পাবলিক ডোমেনে থাকে এবং অ্যাকাউন্টিং ট্রানসপারেন্ট হয়।

যে কোনও ব্যক্তি এক্সচেঞ্জ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে পারে। এর জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা বা শেয়ার/স্টক লেনেদেনের জন্য যে ডকুমেন্ট লাগে এ ক্ষেত্রেও তাই। ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগ করলে একটা Key দেওয়া হয়। এই টোকেনও একটা অ্যাসেট, দাম বাড়লে যা বিক্রি করা যায় বা সুদও নেওয়া যায়। বাজারে এজেন্টের কাছেও ক্রিপ্টো কেনা যায়। বিট কয়েন ট্রাস্ট, বিট কয়েন মিউচুয়াল ফান্ডও আছে। ক্রিপ্টো বিক্রি করলে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাঙ্কে চলে আসে। টাকা যেমন আমরা পার্সে রাখি ক্রিপ্টোও ওয়ালেটে রাখা যায়। ওয়ালেট হচ্ছে অনলাইন সফটওয়ার যার মধ্যে প্রাইভেট কী রাখা হয় যা আগে থেকে কোডিং করা হয়। কিছু কিছু এক্সচেঞ্জ এইরকম 'হট ওয়ালেট' ইসু করতে পারে। আবার কোল্ড ওয়ালেটও পাওয়া যায় যা হচ্ছে অফলাইন ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এই এক্সচেঞ্জ গুলি পাউন্ড, ডলারের সাপেক্ষে বিট কয়েন সরবরাহ করে তাকে। আমরা প্লেজিয়ারিজম বলে একটা কথা শুনে থাকি। এর অর্থ অপরের সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির অনুকৃতি বা চুরি করা। ক্রিপ্টো সিস্টেম এইসব কলাকীর্তির সাবেক স্রষ্টাকে একটা সার্টিফিকেট দান করতে পারে যাতে এই ডিজিটাল অ্যাসেট-এর মালিকানা অন্য কেউ দাবি করতে না পারে। এই সার্টিফিকেটকে বলে নন ফানজিবল টোকেন (এনএফটি)-এর মাধ্যমে প্রকৃত সাহিত্যিক/কলাকার তাঁর সৃষ্টির রয়্যালটি থেকে বঞ্চিত নাও হন এইভাবে ব্লক চেইন পদ্ধতি Intelectual Property Lawএর অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। অন্যদিকে দলিল জাল করে সম্পত্তি হড়পে নেওয়া একটা বহুশ্রুত ঘটনা। যদি সম্পত্তির ছবি সহ দলিল ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্লক চেইন-এ রেকর্ড রাখা হয় তবে তা কখনই নকলনবিশী করা সম্ভব হবে না।

সব থেকে বড়ো এবং পুরানো ক্রিপ্টো কারেন্সির নাম বিট কয়েন। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যে বিট কয়েনের দাম ১০০০ ডলার (৭৫০০০ টাকা) ছিল আজ তার দাম ৩৭০০০ ডলার (২৭৭৫০০০ টাকা)। বিট কয়েনকে আজ পর্যন্ত যে কয়টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে El Salvador প্রথম। এক ক্রেতা ২০১০ সালে পিৎসা কিনতে বিট কয়েন ব্যবহার করেন। তখন দাম ছিল ৪০ ডলার (৩০০০ টাকা)। ক্রেতা পিৎসার জন্য ১০,০০০ বিট কয়েন দেয় যার বর্তমান মূল্য ৩৭০ মিলিয়ন ডলার বা ২৭৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই মরিচিকার প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেওয়াই ভালো। প্রথম দিকে বিট কয়েনে ইনভেস্ট করে অনেকেই পয়সা করে নিয়েছে। তবে আজ বোধ হয় ছপ্পর ফোড়কে টাকা আসার দিন শেষ। TESLA কোম্পানির Elon musk ঘোষণা করেছিল বিট কয়েনের বিনিময়ে ইলেক্ট্রিক্যাল গাড়ি কেনা যাবে। বিটকয়েনের দাম উঠলো ৬০,০০০ ডলারে চরে যায়। দুমাস পরে এ প্রস্তাব বাতিল করে। দাম পড়ে যায় ৩০,০০০ ডলার। এই ক্রিপ্টো বাজার ভীষণ Volatile, কোনো কিছুর স্থিরতা নেই। শুধু ভারত সরকার কেন বহু উন্নত দেশ বিটকয়েনকে আইনি

স্বীকৃতি দেয়নি। ক্রিপ্টোতে ইনভেস্ট ও লাভ রেকর্ড করা যাবে। কিন্তু ক্রিপ্টো কখনওই লিগাল টেন্ডার নয়। নরমাল কারেন্সি হিসাবে, ব্যবহার করা যাবে না। এবার বাজেটে ২০১৮ সালে আরবিআই সার্কুলার দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে বলে দেয় ক্রিপ্টো ব্যবসায় সহায়তা করা যাবে না। ২০২০ সালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এই অর্ডারকে স্ট্রাইক ডাউন করে দেয়। এবার বাজেটে ভারচুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেটের ওপর ৩০% ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে ক্রিপ্টো লিগ্যালাইজড হলো। কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ডিজিটাল কারেন্সি স্থাপন করেছে। স্বয়ং মোদীজি বলেছেন ডিজিটাল কারেন্সি নিয়ে পড়াশুনো, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

সব দেশেই কারেন্সির একটা লিমিটেশন আছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ববাজারে লেনদেন হয় ডলারের মাধ্যমে। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ মানে ঘরে কতো ডলার তুলনীয় ধন আছে। অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে ব্যালেন্স অফ ট্রেড, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বহু সমস্যায় প্রতিটি দেশের মুদ্রার মূল্যমান ওঠা নামা করতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশ বিবিধ সমস্যার সামনা করতে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকার ওপর তার কোনও প্রভাব পড়ে না। কারণ ডলারের তো মূল্যমান পরিবর্তন হয়না। তাই আমেরিকার এতো দাদাগিরি।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে বিজেপি প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মার্চ ভ্যাকসিন নিয়ে আসা এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর রক্তাক্ত মৃতদেহ বাতিকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাড়ুই থানা। ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের ভাই। ২৫ মার্চ শ্রীদাস হাঁসদা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৬ মার্চ ক্ষুদ্রপুর গ্রামে বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা, অম্বিকা রায়, তাপসী মণ্ডল, শিখা চ্যাটার্জি, মালতিরাভা রায়, শ্রীরূপা মিত্রচৌধুরী এবং বোলপুর সাংগঠনিক জেলা ইনচার্জ সন্দীপ নন্দী এবং জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল নেতৃত্বে পরিষদীয় প্রতিনিধি দল মৃত স্বাস্থ্যকর্মী পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেয়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর সুরক্ষা বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য আবেদন করে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাড়ুই থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাতে দোষীরা দ্রুত ধরা পড়ে।

শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার পায়ের সমস্যা নিয়ে চার মাসের শিশু মাহিব রহমানকে ভর্তি করা হয় রামপুরহাটের আশা নার্সিংহোমে। সেখানে ছোট্ট একটা অপারেশন হওয়ার কথা ছিল এবং অপারেশন থিয়েটারেই মৃত্যু হয় অভিযোগ পরিবারের লোকজনের। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা জানাজানি হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে নার্সিংহোম ভাঙচুরের অভিযোগ করেছে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আশা নার্সিংহোমের মালিক হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে মৃত শিশুর পরিবার।

নাবালিকা বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইলামবাজার ব্লকের এক নাবালিকা মেয়ের বিয়ের ব্যাবস্থা করেছে তার অভিভাবক আত্মীয়স্বজনেরা এই খবর যায় চাইল্ড লাইনের ১০৯৮ নাম্বারে। খবর পেয়ে ইলামবাজার ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দেবাশীষকুমার বর্মন, ডিস্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ ও ইলামবাজার থানার পুলিশ গ্রামে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করেন। বুধবার দুপুরে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনে ভর্তি খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছিলো এমন সময় প্রশাসনের লোকজন পৌঁছে যায় । যদিও মেয়েটির অভিভাবকরা দাবি করেন, বিয়ে দেন নি এটা আশীর্বাদ হচ্ছে। ১৮ বছর না হলে বিয়ে দেবেন না। ওই কিশোরীর বয়স ১৭ বছর ৪ মাস। কম বয়সে বিয়ে দিলে শারীরিক ও মানসিক কী কী ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে বোঝান কিশোরী ও অভিভাবকদের। পাশাপাশি পড়াশুনো চালিয়ে গেলে এখন সরকার অনেকরকম সুযোগ দিচ্ছে সেসব বিষয়েও ওয়াকিবহাল করা হয়। বিয়ের উপযুক্ত বয়স না হলে নাবালিকা কিশোরীর বিয়ে দেবেন না এমন অঙ্গীকারও করেন অভিভাবকরা। অন্যদিকে, পনেরো বছর বয়সী এক নাবালিকার বিয়ে ঠিক করেছিল পরিবার কিন্তু নাবালিকা বিয়ে করবে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে ২০ মার্চ সকালে চন্দ্রপুর থানার দ্বারস্থ হয়। ডেকে পাঠানো হয় নাবালিকার পরিবারকে। সিউড়ি চাইল্ড লাইনের কর্মীরা গিয়ে চন্দ্রপুর থানায় নাবালিকার পরিবারকে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নাবালিকাকে। আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেবে না বলে মুচলেকা দেয় নাবালিকার বাবা মা।

পাঁচদিনে উদ্ধার চার শতাধিক বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ মার্চ বগটুই গ্রামে এসে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেন রাজ্যে যত বেআইনি অস্ত্র এবং বোমা আছে তা উদ্ধার করার জন্য। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে পাঁচড়া খয়রাশোল রাস্তার সেকান্দারপুর ফুটবল মাঠের পাশে প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে বোমা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সাওগ্রামের নদীপাড় থেকে দুই ড্রাম ভর্তি একশো দশটি তাজা বোমা উদ্ধার করে লাভপুর থানার পুলিশ।

জোড়াবটতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে শরবনের ঝোপ থেকে পয়ত্রিশটি তাজা বোমা উদ্ধার করে খয়রাশোল থানার পুলিশ। ২৫ মার্চ সকালে ছোটোডাঙ্গাল গ্রামের ঝোপ থেকে দুইশোটি তাজা বোমা উদ্ধার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ২৬ মার্চ বিষ্ণুপুর সড়কের পাশ থেকে চার কৌটা তাজা বোমা উদ্ধার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ২৭ মার্চ সাহাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পেছনে একটি পরিত্যক্ত বাথরুম চেম্বার থেকে সোমবার এক ড্রাম বোমা উদ্ধার করে সদাইপুর থানার পুলিশ। সাহাপুর খেলার মাঠের পাশে ফাঁকা জায়গায় মঙ্গলবার উদ্ধার হওয়া বোমাগুলো নিষ্ক্রীয় করে সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড। বোমা উদ্ধার হওয়ায় বীরভূমকে বারুদের স্তূপ বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

ডাইনি সন্দেহে ঘরছাড়া পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিট্যাল যুগে দাঁড়িয়ে ডাইনি অপবাদ। শুনতে অবাক লাগলেও এরকমই ঘটনার সাক্ষী পাড়ুই থানার রহমতপুর গ্রাম। এই গ্রামের একই পরিবারের আট সদস্য ডাইনি সন্দেহে ঘরছাড়া। ঘটনা জানাজানি হতেই প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকায় কাউন্সেলিং–র ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি বসানো হয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। আদিবাসী পরিবারের দাবি, তাদেরকে ঘরছাড়া করা হয়েছে। যদিও গ্রামের মোড়লের দাবি তাদের ঘরছাড়া হয় নি। তবে তাদের চলাফেরা অন্যধরনের ছিল, মরার মাথা নিয়ে কাজ করতো এলাকায়। ভূতের আনাগোনা তৈরি হয়েছিল । বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের বিডিও শেখর সাঁই বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টির ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কুলতলিতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাইক না দেওয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে, আটক স্বামী। কুলতলির পশ্চিম গাবতলা এলাকার কৃষ্ণ গায়নের সঙ্গে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসতের সুস্মিতা বৈদ্যের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয়। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ির কাছ থেকে বাইক ও যৌতুক হিসাবে টাকার জন্য একাধিকবার চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ মৃতার মায়ের। এরই মধ্যেই গৃহবধূটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তারপর থেকে বারে বারে শ্বশুর টাকার জন্য বাপের বাড়িতে ফোন করে টাকা চাইতেন বলে অভিযোগ। মেয়ের মা সুজাতা বৈদ্য পরিচারিকার কাজ করে বাবা দিনমজুর হওয়ায় যে কারণে টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৃহস্পতি বার সকালে শ্বশুরবাড়ির লোকজন খবর পায় যে সুস্মিতা মারা গিয়েছে।

সেই খবর পেয়েই দ্রুত কুলতলির পশ্চিম গাবতলার বাড়িতে গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে রাখা রয়েছে মেয়ের নিথর দেহ। এদিকে বধূ মৃত্যুর খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। অভিযোগ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনই ওই বধূটিকে শ্বাস রোধ করে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যদিও ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার পাঠানো হয়েছে।সেই সাথে মৃত গৃহবধূর স্বামীকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হরিদাস মেমোরিয়াল ট্রাস্টের স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ মার্চ বুড়ুল হাই স্কুলে সারদা হরিদাস মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে এক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। জেলার ৫২টি বিদ্যালয়ের ১০৪৪ জন ছাত্র–ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল। সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র–ছাত্রীরা অঙ্ক ও ইংরাজিতে পরীক্ষা দিল। বুড়ুল হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় রায় বলেন, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ নীহাররঞ্জন

কয়াল সারদা হরিদাস মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য দেবাশিস বর্মন বলেন, আমাদের সংস্থা ছাত্র–ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক পরীক্ষার বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে। ডাঃ নীহাররঞ্জন কয়ালের উদ্যোগে সেবামূলক কাজ করছে সারদা হরিদাস মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

সাবমেরিন ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার বাওয়ালী কালী নগর গ্রামের সাবমেরিন ক্লাব তাদের ৪৮তম বাৎসরিক উৎসব ও রক্তদান শিবির সম্পন্ন করল গত ২৪ থেকে ২৭ মার্চ। প্রথমদিন বিকাল ৪টায় সাংস্কৃতিক মঞ্চের শুভ উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। ওইদিন সংবাদ পত্র বিক্রেতা বর্ষীয়ান ললিত মোহন দাসকে বাওয়ালী শ্রী সম্মান প্রদান করা হয়। ঐ দিন সাবমেরিন মহিলা সমিতির পরিবেশন করে নাটক বনবিবি। নির্দেশক ছিলেন শুভাশিস সামন্ত। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র

জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। অন্যান্য দিনগুলোতে প্রয়াত সাহিত্যিক অমিয় কুমার দাসের স্মরণে সাহিত্য সভা হয়। বাওয়ালী রোদ্দুর পরিবেশন করে নাটক সত্যম শিবম সুন্দরম। সাবমেরিন ছাত্রসেনা নিবেদন করে নৃত্য নাট্য বাল্মিকী প্রতিভা। ঐদিন অতিথি হিসাবে ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেব। গত ২৬ মার্চ সাবমেরিন ক্লাব পরিবেশন করে যাত্রাপালা 'বোমা তোমার পায়ে নমস্কার' নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন প্রদীপ দাস, ডাঃ তরুণ রায়, চন্দন চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল ও পলাশ মণ্ডলের অভিনয় মানুষের মনে দাগ কাটে। ২৭ মার্চ ছিল রক্তদান শিবির ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিথ ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, আইসি পার্থসারথী ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায় প্রমুখ।

পেট্রোপন্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রল, ,ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি এবং জীবনদায়ী ওষুধ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৎসহ বিধায়কদের ওপর বিজেপির বিধায়কদের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম ও সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক লাভলি মৈত্রর নেতৃত্বে সোনারপুর থেকে কামালগাজি উড়ালপুল পর্যন্ত ওই মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পুরপ্রধান, ডাক্তার পল্লব দাস, রাজপুর–এর বর্ষীয়ান সভাপতি শিবনাথ ঘোষ প্রমুখ। সোনারপুর উত্তর বিধানসভার সাংগঠনিক প্রধান তথা রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অন্যতম পুর প্রধান জনাব নজরুল আলি মন্ডল। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অন্যান্য পুর প্রধান,পারিষদ,

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলর, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান, কর্মাধ্যক্ষ এবং সর্বোপরি অবনতি কর্মীবৃন্দ।

৩১ মার্চ দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর ২নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিদ্যানগর থেকে বাখরাহাট বুড়ির পোল পর্যন্ত পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি বিশাল ধিক্কার মিছিল ও পথসভা হল। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্ত, মিঠুরাণী সাহা এবং জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস প্রমুখ। পথসভায় সব বক্তা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, পেট্রলের ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ নাজেহাল, অথচ নরেন্দ্র মোদীর সরকার কিছুই করছেন না। বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার বলেন, মিছিলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন, তবে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধায়ক মোহন নস্কর বলেন, আগামী দিনে আরও আন্দোলন হবে। জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ বলেন, ২৪ সালে মমতা ব্যানার্জী ভারতবর্ষের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাকবেন।

ডিমের বদলে প্রসূতির পেটে লাথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মিড ডে মিলে ডিম না পেয়ে প্রতিবাদ করায় এবার এক প্রসূতিকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি পেটে লাথি মারার অভিযোগ উঠলো আইসিডিএস কেন্দ্রের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রসূতি জাসমিনা লস্কর কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি ব্লকের দক্ষিণ আকড়া বেড়িয়া আইসিডিএস কেন্দ্রে। পরে গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত শিক্ষিকা দেবলা সর্দারকে গ্রেপ্তার করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে ক্ষিপ্ত এলাকার বাসিন্দারা। কুলপির বিডিও দেবর্ষি মুখোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি নিয়ে সিডিপিওর সঙ্গে কথা বলা হবে। গত কয়েকদিন ধরে সকালে গ্রামের আইসিডিএস সেন্টারে মিড ডে মিলের খাবার আনতে গিয়ে খাবার পাননি প্রসূতি জাসমিনা লস্কর। এ দিন সকালেও ওই সেন্টারে খাবার আনতে গিয়ে। ছিলেন তিনি। খাবারের সঙ্গে ডিম না থাকায় দেবলার কাছে ডিম চান প্রসূতি। কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করেন তিনি।অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে ওই প্রসূতিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মাটিতে ফেলে মারধর করেন তিনি। পেটে লাথি মারা হয়। এই ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন জাসমিনা।

রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বজবজ ১ নম্বর ব্লক উত্তর রায়পুর অঞ্চল পোকপাড়ি ১৫৯, ১৬০ ও ১৬১ নম্বর বুথ তৃণমূল যুব কংগ্রেস কার্যালয় কমিটির উদ্যোগে প্রথম বর্ষ স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন পুরুষ ও মহিলা সহ ১০০ জন। রক্ত সংগ্রহ করতে আসে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল। উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে ১৬০ নম্বর বুথের সভাপতি প্রভাত কুমার দেওয়ান বলেন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে হাসপাতালগুলিতে রক্তের প্রচণ্ড চাহিদা, সেই কারণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। রক্ত কোনও কারখানায় তৈরি হয় না। সাধারণ সুস্থ মানুষের শরীরের রক্তদাতারা দান করেন। তৃণমূল শ্রমিক নেতা পবন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যে রক্তের সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন রক্তদাতাদের আরও উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন, বজবজ পুরসভার নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের তৃণমূল সহ সভাপতি অনুপ নস্কর, উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের ১৫৯ নম্বর বুথের সভাপতি সাত্তার মল্লিক (বাবলু) উত্তররায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা দাস, বজবজ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি অলোক ঘোষ, রাজীবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খাদিজা বিবি প্রমুখরা। এদিন রক্তদান উৎসবে সংখ্যালঘু ও সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মহিলা রক্তদাতার সংখ্যা ছিল অনেকাংশে বেশি।

জনগণের স্বার্থ

প্রথম পাতার পর

আতঙ্কে ঘর ছাড়া পুরুষহীন পরিবারের দিন কাটছে গবাদি পশু বেচে খেয়ে। পাহাড়ের বাসিন্দারা পথে নেমেছেন তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে। ডিএ চেয়ে ক্লান্ত রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসার বকেয়া মেটানোর দাবি নিয়ে হা পিত্যেশ করছে বেসরকারি হাসপাতাল–নার্সিংহোম। রেশন নিয়ে প্রতিদিন নয়া ফরমানে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটছেন সাধারণ মানুষ। চাহিদামতো বরাদ্দ না পেয়ে ভাঙাচোরা পরিকাঠামো নিয়ে ধুঁকছে রাজ্য সরকারি পোষিত স্কুলগুলো। টাকা চেয়ে হয়রান শিক্ষকমশাইয়েরা। ছাত্ররা ঘেরাও করছে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি। অনটনের মধ্যে ধর্ষিতা হয়ে চলেছে জেলার ছোট ছোট মেয়েরা। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে 'পোষণ অভিযান'–এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের ১০টি জেলার শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। সমীক্ষা বলছে খোদ কলকাতায় ২৯.৬ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা বাড়েনি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই সংখ্যা আরও বেশি। অপুষ্টির তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানও। সব মিলিয়ে ১১ বছর পরে পরিবর্তনের সেই মিষ্টি স্বাদ কেমন নোনতা হয়ে এসেছে। গত তিনটি মাস ধরে রাজ্যে চলছে অপরাধ আর তদন্ত সংস্থার বাড়বাড়ন্ত। উন্নয়নের আলোচনা, পরিকল্পনা চলে গিয়েছে শেষের সারিতে। অথচ যে রাজ্যে বিপুল সমর্থন নিয়ে সরকার ফেরে, অস্তিহীন হয়ে পড়ে বিরোধী শক্তি সে রাজ্যে এমন হওয়ার কথা নয়। তবু হয়, তার কারণ একচ্ছত্র ক্ষমতায় বাসা বাঁধে দুর্নীতি, সংঘাত। দলের সুপ্রিমোকে বলতে হয় আর কাউকে নয়, আমাকে বলো। সব সমাধান আমি করে দেব। এ অসম্ভব ফর্মুলা গণতন্ত্রের ফর্মুলা নয়। বার বার ইতিহাস সেটাই প্রমাণ করেছে।

চরম অবহেলায়

প্রথম পাতার পর

এদের কোনওরকম পিএফ পেনশন বা অবসরকালীন ভাতাও দেওয়া হয়না। অথচ দেশেরই অন্যান্য রাজ্যে মিড–ডে মিল কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেকে বেশি। যেমন কেরলে দেওয়া হয় মাসিক ৯ হাজার টাকা, হরিয়ানায় ৩৫০০ টাকা, তামিল নাড়ুতে সরকারি কর্মীর মর্যাদা সহ ১০০৮৩ টাকা। একথা সত্যি যে, ২০১৩ সালের পর আমাদের রাজ্যে মিড–ডে মিল কর্মীদের এক পয়সাও বেতন বাড়ে নি।'সারা বাংলা মিড–ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা বলেন, 'এই প্রকল্পে আমাদের রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৮ হাজারেরও বেশি কর্মী কাজ করেন। বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা সহ সমস্ত কাজই তাদের করতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের আকাশ ছোঁওয়া মূল্য বৃদ্ধি হলেও ২০১৩ সালের পর থেকে এই প্রকল্পের কর্মীদের কোনও বেতন বৃদ্ধি হয়নি। অথচ এই সমস্ত কর্মীদের সকলেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আসা। এদের পারিবারিক আয়েরও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এইসব মহিলারা বছরের পর বছর নিজেদের পরিবারকে বঞ্চিত রেখে মিডডে মিল প্রকল্পকে সচল রেখেছেন।' সারা বাংলা মিড–ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সনাতন দাস বলেন, 'সময় হয়েছে মিড–ডে মিল কর্মীদের নিয়ে সরকারকে ভাবার। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বিজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এই অসহনীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

সাপের ছোবলে 'মনসা'র মৃত্যু!

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপের কামড়ে মৃত্যু হল 'মনসা'র। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত পিয়ালী এলাকায়। মৃত মনসার নাম গোপাল অধিকারী (৪২)। দেহটি ক্যানিং থানার পুলিশ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের থুমকাঠি এলাকার বাসিন্দা গোপাল অধিকারী। পেশায় তিনি দীনমজুর। পাশাপাশি জলাজঙ্গল থেকে শাক, কচু তুলে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমন পেশার পাশাপাশি বিগত বছর দশেক আগে একটি মনসা পালা গানের দল তৈরী করেন। বিভিন্ন জায়গায় পালাগান করে বেড়াতেন। গানের আসর মাতিয়ে রাখতে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে বিগত চার বছর আগে জীবন্ত বিষধর সাপ নিয়ে মনসার ভাসান পালা গান শুরু করে। পালাগানে মনসার ভূমিকায় দেখা যেতো গোপালকে। জীবন্ত সাপ নিয়ে গান করার সুবাদে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় মনসা পালা গানের আসর বসেছিল পিয়ালীর গ্রামে। সেখানেই মনসার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন গোপাল। হাতে ছিল জীবন্ত বিষধর কেউটে সাপ। গান চলছিল জোর কদমে। সুযোগ বুঝে মনসাকে কামড় দেয় কেউটে। এক সময় গানের আসরে নাচানাচি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মনসার ভূমিকায় অভিনয় করা গোপাল অধিকারী। সেখানে বেশকিছু সময় মাথায়, চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে স্থানীয় লোকজন সহ গানের আসরে উপস্থিত অন্যান্যরা। তখনও কেউ জানতেন না যে গোপালকে তার নিজের সাপ ছোবল দিয়েছে। প্রায় ঘন্টা তিনেক পর জানতে পারে মনসা কে সাপে কামড় দিয়েছে। সেখান থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে একটি অটোয় চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য চিকিৎসক ও নার্স'রা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা শুরু করে। মুহূর্তে ওই রোগীকে ২৫ টি সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস দেওয়া হয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট চিকিৎসা চলার পর চিকিৎসকদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মনসার ভূমিকায় অভিনয় করা গোপাল অধিকারী। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্ত পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে সাপের ছোবলে পাড়ার জীবন্ত মনসার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, সাপে কামড়ানোর প্রায় তিন চার ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ফলে আমাদের কিছুই করার ছিল না। আমরা চেষ্টা করে তড়িঘড়ি ২৫ এভিএস দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মনে রাখতে হবে সাপে কামড়ানোর সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে আসা জরুরী। এক মিনিটও সময় নষ্ট করা যাবে না। তারপর জীবন্ত সাপ নিয়ে এমন ভাবে পালাগান করা উচিত নয়। আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।

কেউটের ছোবলে হাসপাতালে কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেউটে সাপের কামড় খেয়ে চিকিৎসার জন্য সোজা হাসপাতালে এলেন এক কৃষক। বর্তমানে ব্রজেন মন্ডল নামে ওই কৃষক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত উত্তরভাগ এলাকার সুভাষপল্লির বাসিন্দা কৃষক বুধবার সকালে তার ধানক্ষেতে বিষ দিয়ে জমির আল দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি কেউটে সাপ ওই কৃষকের বাম পায়ে কামড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিয়ে কোন রকমে কেউটে সাপটি ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন তিনি।

প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসেন। তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই কৃষককে প্রাথমিক ভাবে ৩০টি সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের দাবি বর্তমানে ওই কৃষক বিপদ মুক্ত।

সর্পদশা থেকে জীবনপথে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপের ছোবল খেয়ে সাপ ধরে ফেলেছিলেন মালদা জেলার এক যুবক। এরপর নিজে বাঁচার জন্য এবং সাপকে বাঁচানোর জন্য হাজির হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাপাতালে। বর্তমানে ওই যুবক সুস্থ রয়েছে। দেবাশীষ দত্তের হাতে সাপটি তুলে দেয় ওই যুবক। দেবাশীষ দত্ত জানিয়েছে, সাপটি বিষ হীন। যার নাম ঘরচিতি বা চিতিবোড়া। ফলে ভয়ের কিছু নেই। অন্যদিকে সাপের কামড় খাওয়া মালদা জেলার যুবক কুরবান ও তার দাদা আফজল হোসেন জানিয়েছেন,

সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মালদা জেলার উত্তর মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা কুরবান। ক্যানিং মহকুমা এলাকার হাটপুকুরিয়ায় টাওয়ার বসানোর কাজ করছিলেন। সোমবার রাতে একটি সাপ কামড় দেয়। তৎক্ষণাৎ সাপটিকে ধরে সোজা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয় ওই যুবক। যুবকের হাতে সাপ দেখে রীতিমতো থ হয়ে যায় হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে রোগী সহ তাদের পরিবার পরিজন। হুলস্থুল বেধে যায় হাসপাতাল চত্বরে। এরপর খবর দেওয়া হয় যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা ক্যানিংকে। সংস্থার পক্ষে সাপও তো একটা প্রাণী। মেরে কী হবে? তারপর সাপটি ধরে আনতে পাড়ায় চিকিৎসার সুবিধা হয়েছে। সাপটিকে মেরে দিলে একদিকে যেমন চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটতো, তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতো। ফলে সাপ কখনও মারা উচিৎ নয়। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, সাপ সম্পর্কিত প্রচারের জন্য বর্তমান সমাজ সচেতন হচ্ছে। যার ফলে সাপে কামড় দিলে সাপকে না মেরে ধরে নিয়ে সোজা হাসপাতালে আসছেন। এটা আগামীদিনের জন্য খুবই ভালো উদ্যোগ।

মহানগরে

শব্দতেই জব্দ আমাদের স্বপ্নের মহানগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শব্দ আইনানুযায়ী বসতি এলাকায় দিনের বেলায় শব্দের মাত্রা ৫৫ ডেসিবেল হওয়া উচিত। অথচ 'ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রকাশিত অ্যানুয়াল ফ্রন্টিয়ার রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী কলকাতা মহানগরের শব্দের মাত্রা এই ৫৫ ডেসিবেলের থেকে ৩৪ ডেসিবেল বেশি।

কলকাতায় দিনের বেলা শব্দের মাত্রা ৮৯ ডেসিবেল। প্রসঙ্গত, শব্দ আইনানুযায়ী, শিল্পক্ষেত্রে দিনে ও রাতে নির্ধারিত শব্দমাত্রা যথাক্রমে ৭৫ ও ৭০ ডেসিবেল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ৬৫ ও ৫৫ ডেসিবেল, বসতি এলাকায় ৫৫ ও ৪৫ ডেসিবেল এবং সাইলেন্স জোনের ক্ষেত্রে দিনে ও রাতে শব্দমাত্রা যত্রাক্রমে ৫০ ও ৪৫ ডেসিবেল। এ ব্যাপারে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও কলকাতা পুরসভার তরফে সদর্থক ভূমিকা গৃহীত না হলে আগামীদিনে কলকাতা পুর এলাকায় শব্দের মাত্রা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

দায় নিয়ে কলকাতার নতুন বছর শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক ভাবনায় ছিল ২০২১ – '২২ অর্থবর্ষের শেষে বার্ষিক ঘাটতি হবে ১৬১.০০ কোটি টাকা। কিন্তু সংশোধিত হিসাব অনুসারে সেই বার্ষিক ঘাটতি বেড়ে হবে ৫৮০.৭৫ কোটি টাকা। ফলে রাজস্ব তহবিলে অনুমিত দীর্ঘদিনের ২,৪২৩.৭০ কোটি টাকা ক্রমপুঞ্জীভূত ঘাটতি নিয়ে কলকাতা পুরসভা ১ এপ্রিল থেকে ২০২২ – '২৩ নতুন একটি অর্থবর্ষ শুরু করল। নতুন এই ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে আনুমানিক আয় ধরা হয়েছে ৪,২৩৪.১১ কোটি টাকা (আয় বৃদ্ধি ৩৬.৪২ শতাংশ) আর আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪,৪১০.১১ কোটি টাকা (ব্যয় বৃদ্ধি ১৯.৭২ শতাংশ)। পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৪১৪.১১ কোটি টাকা। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বরাদ্দ হয়েছে ৬২২.৪১ কোটি টাকা। কলকাতার সড়ক পরিষেবার উন্নয়নের স্বার্থে সড়ক বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে ৩৪০.৭৯ কোটি

টাকা। আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়নে বরাদ্দ হয়েছে ১৩৩.৩৭ কোটি টাকা। পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে ৩০৩.৩২ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে স্বাস্থ্য বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে ১৭০.০৬ কোটি টাকা। বস্তি পরিষেবায় বরাদ্দ হয়েছে ১৮৮.১৪ কোটি টাকা। উদ্যান, বাগিচা ও নাগরিক বনাঞ্চল বিভাগের জন্য ৪৯.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে ৪৭.৯১ কোটি টাকা। সমাজ কল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ বরাদ্দ হয়েছে ২৪.১০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে লাইসেন্স বিভাগে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৫.০০কোটি টাকা। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন ফিজে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫৪.৭৮ কোটি টাকা।

সম্পত্তি কর থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১২৪০.৫০ কোটি টাকা। যদিও এবার আদায় হয়েছে ১০০২ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বরাদ্দ ছিল ১১২৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। কার পার্কিং ফিজ থেকে আদায় ধরা হয়েছে ২২.২৬ কোটি টাকা। বিজ্ঞাপন ফিজ থেকে আদায় ধরা হয়েছে ১৬.৮০ কোটি টাকা।

টালিগঞ্জের একটি বাড়ির দেওয়ালে। ছবি : বরুণ মণ্ডল

সুব্রতহীন বালিগঞ্জ

বরুণ মণ্ডল : সুব্রত মুখোপাধ্যায় থাকা আর না থাকার মধ্যে যতোটা পার্থক্য ঠিক ততোটাই পার্থক্য বালিগঞ্জ (১৬১) বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে ইভিএমে ভোট পড়ার ক্ষেত্রে। নির্বাচনী বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এতোদিন বালিগঞ্জে ভোট পড়েছে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির সুব্রতর সঙ্গে তৃণমূলকে দেখে। ফলে তৃণমূল পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ২০১১ তে ৬০.৬৫ শতাংশ। ২০১৬ তে ৭০.০৮ শতাংশ। ২০২১ এ ৭০.৬০ শতাংশ। আর এবারের উপ-নির্বাচনে ইভিএমে ভোট পড়বে নানান প্রশ্নচিহ্নের ভাবমূর্তি বাবুলের সঙ্গে তৃণমূলকে দেখে। যদি এতোই গুড ভাবমূর্তির ব্যক্তি হন তবে ২০২১ – এর সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে টালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২৬.০২ শতাংশ পান কী করে? ফলে এবার বালিগঞ্জ কেন্দ্রে সুব্রতহীন তৃণমূলকে লড়তে হবে

সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব ক্ষমতাবলে। ফলে এবারই বোঝা যাবে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রকৃত ভোট কতোটা। কলকাতা পুরসভা যে সাতটি ওয়ার্ড (ওয়ার্ড নম্বর : ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯ ও ৮৫) নিয়ে ১৬১ – বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে সেই সাতটি ওয়ার্ডই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এই সাত জনের দু'জন নতুন আর বাকি পাঁচ জন পুরনো দিনের পুরপ্রতিনিধি। অন্যদিকে, এবার এই কেন্দ্রে বাম প্রার্থী রয়েছেন ডা. ফুয়াদ হালিমের স্ত্রী সায়রা শাহ হালিম। এবং বিজেপি প্রার্থী রয়েছেন নতুন প্রজন্মের কেয়া ঘোষ। ২০২১ – এর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন প্রদত্ত ভোটের ২০.৬৮ শতাংশ আর বাম প্রার্থী পেয়েছিলেন ওই প্রদত্ত ভোটের ৫.৬১ শতাংশ। সুব্রতবাবু থাকা অবস্থায় এই কেন্দ্রে নোটা পেয়েছিল ১৩১৭টি (০.৮৭ শতাংশ) ভোট। এবার এই কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জামান চৌধুরী।

নতুন জীবন হোক থ্যালাসেমিয়া মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোটারি ক্লাব ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম তুলে দিল নিউ আলিপুর ট্রিটমেন্ট সেন্টার অফ থ্যালাসেমিয়ার হাতে। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তরা বংশগত রোগে আচ্ছন্ন। রক্তে লোহিত কণা এবং হিমোগ্লোবিন কম থাকায় অক্সিজেন সঞ্চার হয় কম তাই রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বহু ওষুধ পেয়ে এই সংস্থা খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন রোটারি ক্লাব কলকাতা মেট্রো সিটির শুভজিৎ রায়। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বন্দনা দাস এবং থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি ইন্ডিয়ার সম্পাদক উৎপল পাণ্ডা। শুভজিৎবাবু বলেন, রোটারি ক্লাব সেই ৯০ দশক ধরেই এই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের উপর কাজ করে চলেছে। যখন

এই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কারোর কোনও মাথাব্যাথা ছিল না রোটারি ক্লাব সুইৎজারল্যান্ড, ইতালি এবং জার্মানি থেকে বহু সাহায্য করা হয় এই রোগে আক্রান্ত মানুষদের। তিনি আরও বলেন, সরকার তেমনভাবে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না এই সব রোগীদের দিকে। আমরা আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি যে বিবাহের আগে রক্ত পরীক্ষা করা যেন আইনে পরিণত করা হয়। যাতে এই রোগ আর বেশি ছড়াতে না পারে। আমি রোটারির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি যে এই বিষয়ে যেন 'মন কি বাতে'-তে তিনি বলেন এবং সকলের কাছে ছড়িয়ে দেন।

কমলো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২০ — তে মোট উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৭,৭৫,৩৬৪ জন। ২০২১ — এ মোট উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৮,১৯,২০২ জন (টেস্ট পরীক্ষা না হওয়ায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল)। গতবছর উচ্চমাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ পাশ করায় এবার ২০২২ — এ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশ অনেকটা কমে কমবেশি ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৬ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার এবার হোম সেন্টারে পরীক্ষা হওয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা অনেকটা বেড়ে হয়েছে ৬৭৭২ টি। অন্যদিকে প্রতিবারের মতো এবারও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী সংখ্যা কমবেশি ৭১ হাজার বেশি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। যারা উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২০২০ — এ এসংখ্যাটা ছিল ৬৩,১৬৪ জন। উচ্চমাধ্যমিক লেখা পরীক্ষার দিন গুলিতে পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০ টা শেষ হবে দুপুর ১—১৫ মিনিটে। আর ওই পৌনে ১ টার আগে কোনও পরীক্ষার্থী তার নিজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে এই ভাবে পরীক্ষা কক্ষ থেকে বের হতে পারবে না। লেখা পরীক্ষা হবে মোট ৫৬ টি বিষয়ের। লেখা পরীক্ষা চলবে ২৭ এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত। এদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন গুলিতেই ওই একই বিষয়ের ওপরেই দুপুর থেকে বিকেল ৫—১৫ মিনিট পর্যন্ত একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীরা যে যার নিজের নিজের বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা দেবে। সেজন্য একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আগেই পরীক্ষার রুটিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৭ এপ্রিল বুধবার লেখা পরীক্ষা শেষ হবে। প্রসঙ্গত, কোভিড নাইন্টিনের কোপে ২০২০ সালে ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার পরীক্ষা শুরু হয়ে ২১ মার্চ শনিবার পর্যন্ত লেখা পরীক্ষা হয়েছিল। ২২ মার্চ রবিবার থেকে ট্রেন বন্ধ সহ লকডাউন ঘোষিত হয়। ২৭ মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত পরীক্ষা হবার কথা ছিল। বাকি ৩ দিনের প্রায় ১৪ বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত হয়েছিল। মোট ৩৭টি বিষয়ের উপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছিল। ৩১ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'টানা দু'বছর পর আজ ৩১ মার্চ থেকে কোভিড বিধি উঠল। বহুদিন বিদ্যালয় গুলি বন্ধ ছিল। তাই কোভিড আতঙ্ক কাটাতে এবার হোম সেন্টারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে'। পরীক্ষা সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক নম্বর : ০৩৩ — ২৩৩৭—০৭৯২।

'সাপ সংরক্ষণাগারের স্বপ্ন' সিঙ্গির সুখেন্দুর

দেবাশিস রায়

আগেও বহুবার ফণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু, এবার তিনি যেন মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এলেন। তা সত্বেও অকুতোভয় প্রৌঢ় কোনওরকম প্রত্যাঘাত না করেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সেই যমদূতকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। যা শুনে রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের সিঙ্গি এলাকার বাসিন্দারা। গত শনিবার ভয়ংকর সেই সাক্ষাতের ঘটনার পর থেকেই আরও একবার এলাকাবাসীর মুখে মুখে ঘুরছে সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভাবনীয় কীর্তিকলাপের কাহিনি। এদিকে যাঁকে নিয়ে এত হইচই সেই সুখেন্দুবাবু এখনও এলাকায় সাপ সংরক্ষণাগারের স্বপ্নের জাল বুনে চলেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম বিখ্যাত হয়ে রয়েছে 'মহাভারত' প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাশের জন্মস্থান রূপে। সেই পূণ্যস্থানেই সপরিবারে বসবাস করছেন বছর পঞ্চান্নর সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়। সিঙ্গী পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সুখেন্দু একজন প্রান্তিক চাষি। স্ত্রী, ভাই আর অশীতিপর মা'কে নিয়ে তাঁর কার্যত কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলছে। এই সুখেন্দুবাবু গত শনিবার কার্যত মাথায় গোখরো সাপের ছোবল খাওয়ার কবল থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু, এমন ভয়াবহ ঘটনার পরেও সাপটির সুরক্ষায় তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি কোনওরকম আঘাত না করেই খালি হাতের কৌশলে গোখরোটিকে ধরে গ্রামের একপ্রান্তে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসেন। এরপরও সুখেন্দু মুখোপাধ্যায় ভাবলেশহীন। হাসি তামাশায় দিব্যি সময় কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন, সেদিন ঘরে সবাই মিলে চৌকির ওপর শুয়ে বিশ্রাম করার সময় আমার মাথার ঠিক পিছনেই হাতের নাগালে খোলা জানালায় একটি বড়ো গোখরো সাপের উদয় হয়েছিল। সাপটিকে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে দেখেই ভাই সতর্ক করে দিলে এযাত্রায় রক্ষা পাই। এপর্যন্ত আমি সিঙ্গি সহ আশপাশ এলাকা থেকে তিন শতাধিক বিষধর সাপ ধরে

নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়েছি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৈশোর বয়স থেকেই সুখেন্দু তাঁর বাবা শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে সাপ ধরে মারতে দেখতেন। বাবার ওই উদ্ভট স্বভাব দেখতে দেখতে একটা সময় সাপের প্রতি সুখেন্দুর গভীর মমত্ব বোধ জেগে উঠেছিল। তিনিও যুবক বয়সে সাপ ধরায় একজন পাকাপোক্ত মানুষ রূপে এলাকায় পরিচিতি লাভ করলেও কিন্তু বাবার দেখানো পথে না হেঁটে সাপকেই রক্ষার করার লক্ষ্যে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সাপ মেরে ফেলার বিরুদ্ধে সরব। এমনকি, সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালের পরিবর্তে ওঝা গুনিনের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ঘোরতর বিরোধী। সেইসঙ্গে এলাকায় একটি সাপ সংরক্ষণাগার গড়ে ওঠার স্বপ্নও মনের মধ্যে সযত্নে পোষণ করে চলেছেন। মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যার দৌড় থাকলেও সুখেন্দুর উচ্চতর চিন্তাধারা এলাকাবাসীর নজর কেড়ে নেয়। এলাকার এক বনেদি ও শিক্ষিত পরিবারের বাসিন্দা মিঠুন ভট্টাচার্য বলেন, সুখেন্দুর মতো সরল এবং সমাজ সচেতন মনোভাবের মানুষ এসময়ে খুবই কম। সাপ নিয়ে তাঁর বাস্তব চিন্তাধারা অত্যন্ত গভীর। সুখেন্দু চায় এই এলাকার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে কোনও উদ্যোগে সাপ সংরক্ষণাগার গড়ে উঠুক। তাহলে সাপ সম্বন্ধে মানুষের অহেতুক ভীতি কেটে যাবে এবং প্রতিষেধক তৈরির জন্য সাপের বিষ নিষ্কাশনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশ ও দশের উপকার হবে। রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলা। চারিদিকে ক্ষেত-খামার, মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর ঝোপজঙ্গলে ভরে রয়েছে। এমন শ্বাপদসংকুল পরিবেশ যে বিষধর সাপের উপযুক্ত আস্তানা হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বছরের বেশিরভাগ সময়ই জেলাজুড়ে বিষধর সাপের দেখা মেলে। বিশেষ করে বর্ষাকাল আর শীতের একেবারে শেষদিকে তো বিষধর সাপের আনাগোনা বেড়ে যায়। এসময়ে ঘরে ও বাইরে সকলকে একটু সতর্কতার সঙ্গে থাকতে হবে। সুখেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, পরিবেশে জীববৈচিত্র রক্ষার তাগিদে সাপকেও বাঁচিয়ে রাখাটা আমাদের কর্তব্য। আমিও সাধ্যমতো সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

লেন্স বার্তা

প্রতিদিনের গাড়ির দীর্ঘ লাইন টোল প্লাজার সামনে।

সাবধানী! স্কুল ছুটির পর ওদের রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছে সিভিক পুলিশ।

বাসে লেখা মালিকের মনের কথা।

বাজার খুবই মন্দা তাই অসময় ঘুমের দেশে রিক্সাওয়ালা।

সাজাবো যতনে। ছবি : অভিজিৎ কর

অ্যাঞ্জেল আকারার কোলাহল নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে চলেছে। মানসিক বিশেষ শিশুদের নিয়ে তাঁর এই কাজ। মেনটেড স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই নাটকে অংশগ্রহণ করছে। ১ এপ্রিল ২০২২ ওই স্কুলে তাদের এই নাটক 'চুপচাপ চার্লির' ঘোষণা করলেন অ্যাঞ্জেল। উপস্থিত ছিলেন নাইজেল আকারা, দেবলীনা কুমার, দুর্নিবার সাহা, লোনা কুন্ডু, প্রানজন দত্ত, জহর দাস, কিংশুক আচার্য সহ অন্যান্যরা।

মাঙ্গলিকী

জেলা সংস্কৃতি পরিষদের গুণিজন সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে ২০ মার্চ গুণিজন সম্বর্ধনা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ত্যাগব্রতানন্দ মহারাজ। স্বাগত ভাষণে পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য বলেন যে, করোনা অতিমারি ও লকডাউন প্রভৃতি কারণে এবার নির্ধারিত ২৬ জানুয়ারির পরিবর্তে এই বিলম্বিত সভা আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ অতিথি ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস ঋষি অরবিন্দ উদ্যান ও সংস্কৃতি পরিষদকে জেলার গর্ব বলে উল্লেখ করেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বিধায়ক পান্নালাল হালদার, উপ-পুরপ্রধান রাজর্ষি দাস, কবি দীপক হালদার, শিক্ষাবিদ কামদেব শাসমল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও পরিষদের আচার্যা গায়ত্রী যতি।

বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য এবার সম্বর্ধনা পেলেন জাতীয়তাবাদী কর্মী নিকুঞ্জ বিহারী কামার, সমাজসেবী ভুবন চন্দ্র পাত্র, কবি ইন্দ্রনীল দাস, লোকসংস্কৃতি গবেষক ডঃ দেবব্রত নস্কর, সুন্দর বনের নৃতত্ত্ব গবেষক সঞ্জয় ঘোষ, শিক্ষক চন্দন মাইতি, চিকিৎসক ডাঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য, সুন্দরবন বান্ধব নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, যাত্রাভিনেত্রী মীনা কুমারী, ক্রীড়াবিদ সুখেন্দু পাড়ুই, সাংবাদিক দিগ্বিজয় চৌধুরী, সাহিত্য ব্রতী সমাজসেবী সুকুমার ঘোষ ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষে ডঃ অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।

এঁদের সকলকে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত স্মারক, মানপত্র ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল জেলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী সুব্রত মণ্ডল ও তৃষ্ণা মণ্ডলের পরিচালনায় সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন স্বরবিতানের শিল্পীরা।

একক সংগীত পরিবেশন করেন কৃত্তিকা মণ্ডল। এদিন কবি দীপক হালদার কবি ইন্দ্রনীল দাসের তোমার সময় কবে হবে কাব্যগ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। কবিতা পাঠের আসর পরিচালনা করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক নিশিকান্ত সামন্ত। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মানস চক্রবর্তী, ভীমচন্দ্র ঘোষ, অর্পিতা ভাণ্ডারী, বলীন্দ্র বৈদ্য, পাঁচু গোপাল মণ্ডল, শৈলেন মাইতি, সুবিনয় হালদার, মনোরমা পোল্লে, সুবিমল পুরকাইত, অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ তুং, সুমাল্য দে, অসিত দাস, দীপ্তি চাণক, অমিত দাস প্রমুখ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন সোমা মণ্ডল।

রজত জয়ন্তী বর্ষে শিশু উৎসব

স্বপন মণ্ডল : বারুইপুর এলাকার প্রখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আইপিএফসিসি স্পোর্টস ক্লাবের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মামুদপুরের সুশীলা প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্লাবের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সারাদিন ব্যাপী এক অভিনব বর্ণাঢ্য শিশু উৎসবে ১৮টি সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে করোনা আবহের বন্দী জীবনে ক্লাবের আয়োজিত প্রতিভার সন্ধানে ও সুষ্ঠ সাংস্কৃতিক চর্চা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

২০ মার্চ রবিবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত সুশীলা প্যারেড গ্রাউন্ডে আইপিএফসিসি স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে কুচকাওয়াজ ও শিশু উৎসব অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনে শুভ সূচনা করেন পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবাত্মানন্দজী মহারাজ। সহযোগিতায় নিত্যানন্দ রায়, দীপক কুমার সরকার ও অর্ধেন্দু সরদার।

প্রধান অতিথি ছিলেন বারুইপুর মহিলা থানার আইসি (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত) কাকলি ঘোষ (কুন্ডু)।

বিশেষ অতিথিদ্বয়ের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীলকান্ত মণ্ডল (প্রাক্তন)। রিজিওনাল পিএফ অ্যাসোসিয়েশন সদস্য শান্তনু ভট্টাচার্য, কমান্ডার অফিসার প্রবীর কুমার পুরকাইত, চিফ কমান্ডার দেবকান্ত বিশ্বাস, ডঃ অচিন্ত্য কুমার হালদার (অধ্যাপক), ডঃ মৃণাল কান্তি নস্কর, রাজ্যের বয়েজ স্কাউট সম্পাদক দীপক সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষক সোনালী মণ্ডল ও দীপঙ্কর মণ্ডল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক স্বপনকুমার নস্কর, শিক্ষাবিদ মধুসূদন পুরকাইত, প্রাক্তন শিক্ষক গৌতম পাল, অনুপম নস্কর, আকাশ সরদার, প্রসেনজিত হালদার, দীপাঞ্জন মণ্ডল, দীপক বৈদ্য, মহঃ ফারুক। সমাজসেবী শিবু মালিক, সুজয় দাস, স্বপন মণ্ডল, শ্রীমতা সুশীলা মণ্ডল (সুশীলা প্যারেড গ্রাউন্ড এক বিঘা সতেরো কাঠা তাঁরই দান) শ্রমজীবী বন্ধু পতিত মণ্ডল ও নমিতা নস্কর।

উক্ত সকল শুভানুধ্যায়ী দ্বয়কে আইপিএফসিসি স্পোর্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুল, ব্যাজ, উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আইপিএফসিসি স্পোর্টস ক্লাবের বিশেষ পদে নিযুক্ত সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল, অজয় কুমার নস্কর, দীপঙ্কর দাস, দেবদাস হালদার, কমলকৃষ্ণ নস্কর, দীপক কুমার মণ্ডল, অপর্ণা বিশ্বাস, সুকুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ। উক্ত পদাধিকারী ব্যক্তিদ্বয়কেও সংঘের পক্ষ থেকে ফুল, ব্যাজ, উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

সারাদিনে ১৬টি ভিন্ন ধরনের ইভেন্ট প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ব্যান্ড প্যারেড, ক্যাম্প ফায়ার, হস্তলিপি, অঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান, হস্ত শিল্প, বিবেকানন্দের বাণীপাঠ, পত্র লিখন, প্রতিবেদন লেখা ইত্যাদি। প্রতিটি ইভেন্ট নার্শারী ও জুনিয়র বিভাগে প্রতিযোগীতা হয়, প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৮ টি স্কুলের ৪৫০ জন। নার্শারি বিভাগে প্রতিটি ইভেন্টে প্রথম ৩ জন স্থানাধিকারীদের স্বর্গীয় দীপিকা মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ পুরস্কৃত করা হয়, এবং জুনিয়র বিভাগে প্রতিটি ইভেন্টে প্রথম ৩ জন স্থানাধিকারীদের স্বর্গীয় পুলিন বিহারী স্মৃতি কাপ পুরস্কৃত করা হয়।

অতিথি দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ বক্তা হিসাবে ছিলেন স্বামী শিবাত্মানন্দজী, ড. অচিন্ত হালদার, ডঃ মৃণালকান্তি নস্কর, শান্তনু ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ রায়, গৌরচন্দ্র গায়েন, প্রভঞ্জন চক্রবর্তী। প্রত্যেক বক্তার মূল কথা রজত জয়ন্তী বর্ষে ক্লাবের এই দূর দৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিটি ইভেন্ট শিশু কিশোরদের মানবিক চেতনার উন্মেষ ঘটাবে। শিশুদের সুস্থ সবল শরীর, মনের বিকাশ, নৈতিক চরিত্র ও শৈল্পিক চেতনা উন্মেষের জন্য ক্লাবের এই পদক্ষেপ আদর্শ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া আনন্দ মুখর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিশু মনে চেতনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শিশু কিশোর মনের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ও আদর্শ শৈশব গঠনে উক্ত ইভেন্টগুলো ভীষণ সহায়ক হবে বলে মনে করছেন।

সকলের সাথে প্রত্যেক স্কুলের আন্তরিক মেল বন্ধন তৈরি এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে বর্তমান প্রজন্ম দিশাহারা, সেখান থেকে শিশু ও কিশোরদের নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করাই আইপিএফসিসি-র লক্ষ্য, এছাড়া আগামী দিন দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করা প্রতিভা বা কারিগর এখান থেকে বার হবে, যা আগামী দিনে বঙ্গকে নতুন দিশা দেখাবে।

এই আনন্দ যজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য ও স্বচক্ষে নিরিক্ষণ করার জন্য এলাকার সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণির মানুষ জনের ঢল নামে সুশীলা প্যারেড গ্রাউন্ডে।

বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ক্লাব সম্পাদক দিলীপ মণ্ডল (বিশিষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষক) সকল পরিকল্পনা, পরিচালনা ও সঞ্চালনা সুচারু দক্ষতার সাথে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করেছেন।

এলাকার সকল গুণিজনেরা একবাক্যে আইপিএফসিসি-র এই অভিনব উদ্যোগকে এক অসাধারণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে রক্তদান

উজ্জ্বল সরদার : রক্তদান মহৎ দান এই বাক্যকে মান্যতা দিয়েই গ্রামবাসীদের এক অনন্য উদ্যোগ সংগঠিত হল সাম্প্রতিক সময়ে। গত রবিবার ২৭ মার্চ ২০২২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর ব্লকের শিখরবালী ২ নং পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন মামুদপুর স্কুল মাঠে আঞ্চলিক জয়হিন্দ বাহিনীর বিশেষ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা প্রদানের লক্ষ্যে এই দিনের কর্মসূচিতে কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা সহায়তা প্রদান করেন। বারুইপুর পুরসভার উপ পুরপিতা গৌতম দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা কাউন্সিলর সুভাষ রায় চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া।

এই দিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে দুই শতাধিক গ্রামবাসী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের রক্তদানে যোগদান ছিল যথেষ্ট উৎসাহ ব্যাঞ্জক। সবশেষে বাউল শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথা আয়োজক শিখরবালী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান জয়দেব সরদার একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন বারুইপুরের একটি প্রান্তিক পঞ্চায়েত শিখরবালি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, এখানকার গ্রামের মানুষরা অনেকেই মাঠে চাষের কাজে সারা বছর ব্যস্ত থাকেন, তাদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আপাতভাবে পৌঁছে দেওয়ার জনাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। রাজনীতির ময়দানে থেকে আমরা-ওরার বিভাজনকে ভুলে গিয়ে আমরা গ্রামের মানুষরা একে অপরের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের এই রক্তদান শিবির, এখানে গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে আমরা গ্রামবাসীদের কাছে কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব হয়েও সাধারণ গ্রামের কথাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এমন মহতী উদ্যোগের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

সাহিত্য সোপানের মোড়ক উন্মোচন ও সম্মান প্রদান

অলোক আচার্য : রবিবার সকালে বারাসত অর্ক দীপের সাহিত্য সোপানের এষণা পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের (বইমেলা সংখ্যা) মোড়ক উন্মোচন হল কলকাতার সূর্য সেন রোডে কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল ঘরে। উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সভাপতি কবি কমল দে সিকদার, সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, পৃথ্বীরাজ সেন, বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, বিমল চন্দ্র গড়াই, তাপস সাহা, ডাঃ সুকান্ত কর্মকার, অভিজিৎ গুপ্ত, মনোরঞ্জন আচার্য সহ বিশিষ্ট গুনীজনেরা। এদিন বেশ কিছু কবি লেখকদের গুনীজন সাহিত্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত কবি লেখকরা স্বরচিত কবিতা গান পরিবেশন করেন। সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, কঠিন বাস্তবে উপর দাড়িয়ে শুধু অভিমান বা আবেগে নয় বাংলা ভাষা মর্যাদাকে জনমুখী না করতে পারলে বাংলা ভাষা আন্দোলন কুঁয়োয় চলে যাবে। সুনাম অর্জন করে ধরে রেখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গুনীজনেরা। ভাষাকে ভালোবেসে পরের প্রজন্মকে উজ্জীবিত করুন। এ প্রজন্ম সাহিত্যমুখী না করতে পারলে ভাষা থাকবে না। লিটল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের আতুরঘর। লিটল ম্যাগাজিন না থাকলে বাংলা সাহিত্য বাঁচবে না। কবিরা মাথা উচু করে বাঁচতে শিখুন। দলদাস হবেন না। আত্মসমর্পণ করবেন না। জোরালো দাবি উঠল, লিটল ম্যাগাজিন বেশি করে বিজ্ঞাপন পাক। কবি সাহিত্যিক আরণ্যক বসু তিনটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বলেন, কবি লেখকরা লেখার মধ্যে থাকুন। তিন টাকার পেন দশ টাকার প্যাডে প্রত্যেক দিনের সামাজিক নানা ঘটনা কাগজের মধ্যে ফুটে উঠুক। কলমে বা রিপোর্টে দরজায় খুলে দাও। আনিস হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিজের লেখা এবং নারী দিবসে নারী দের সম্মান জানিয়ে জোরালো কবিতা কণ্ঠে এক অনন্য সৃষ্টিশীল সাহিত্য সাধনার ছাপ ফুটে ওঠে এদিন। দূর দূরান্ত থেকে কবি লেখকদের চাঁদের হাট বসে এদিন। মঙ্গল দ্বীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, পৃথ্বীরাজ সেন, কমল দে সিকদার, পত্রিকা সম্পাদিকা দীপ্তি রায় সহ বিশিষ্ট গুনীজনেরা। খালি গলায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দীপ্তি রায়। এরপর অতিথি বরণ এর পর সমাজের বিশিষ্ট গুনীজনদের সাহিত্য সম্মাননা স্মারক মানপত্র প্রদান করা হয়। চলে সাহিত্য আলোচনা কবিতা পাঠ গান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী পরিতোষ হাওলাদার।

ভি বালসারার ১৮তম তিরোধান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ মার্চ ২০২২, ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটি এবং ভি বালসারা মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে শিয়ালদার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রেক্ষাগৃহে ভি বালসারাজীর ১৮ তম মৃত্যুদিবস পালিত হলো। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্প্যানিস গিটারবাদক স্বপন সেন (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা মহেশ প্রসাদ গুপ্তা। যিনি একদা বালসারাজির ছায়াসঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন যে, এ বছরে ভি বালসারাজির জন্মশতবর্ষ। আগামী ২২ জুন ২০২২ বুধবার মহা ধূমধাম সহকারে বালসারাজির জন্মদিনের উৎসব রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হবে এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালসারাজির জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান পালন করা হবে।

বেহালা ক্লাসিকাল ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহা ধূমধাম সহকারে এবারের মতো বেহালা ক্লাসিক্যাল ফেস্টিভ্যাল, অর্থাৎ, বেহালা রাগ সঙ্গীতের আসর এবারকার মতো শেষ হলো। গত ১৯ মার্চ, শনিবার অর্থাৎ দোলের পরের দিন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর রাগ সঙ্গীতের মূর্ছনা দিয়ে এই অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় এবং গত ২২ মার্চ মঙ্গলবার পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়াজীর বংশী বাদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়াজীর বাজনারতালে তালে পণ্ডিত সনাতন দিন্দা ক্যানভাসে অদ্ভুত সুন্দর একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন। যা দেখে দর্শক-শ্রোতারা রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। চৌরাশিয়াজীও তাঁর বাঁশির তালে তালে আঁকা অমন সুন্দর ক্যানভাস দেখে সনাতন দিন্দার কাছে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন। এর আগে পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের সরোদ এবং পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের তবলার যুগলবন্দী সমবেত প্রায় দশ হাজার দর্শক শ্রোতার মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনির সৃষ্টি করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর উচাঙ্গ সঙ্গীত, এবং পরের দিন তার কন্যা বিদূষী কৌশিকী চক্রবর্তীর খেয়াল দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, বেহালার ব্লাইন্ড স্কুলে আয়োজিত এবং বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মেলনি পরিচালিত বেহালার এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর এবার দশ বছরে পদার্পণ করলো। অনেককেই বলতে শোনা গেল এই অনুষ্ঠান এবার ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সকেও ছাপিয়ে যাবে।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

ইন্দ্রপ্রস্থে আতঙ্ক (সুমন্ত পালের গোয়েন্দা গল্প, মূল্য ১৫০ টাঃ) লেখক গোয়েন্দা গল্পটির সূচনা করেছেন কিছুটা হালকা চালে, ক্রমে অপরাধের ইতিবৃত্ত দীর্ঘ হতে থাকে। বন্দর-নিরাপত্তার দায়ীত্বের চাকুরীর অব্যাহতির পরে নিশীথ রায় শখের গোয়েন্দা। বাড়ীর কাজের মেয়ের যুবতী মেয়ের নিরুদ্দেশ রহস্য ভেদ করতে গিয়ে কিভাবে তদন্ত শুরু করলেন, তার মধ্যে তেমন চমক তিনি রাখেন নি, বরং লজিকাল পথের এগোতে থাকেন নিশীথ বাবু। কিন্তু এই অপরাধের নেপথ্যে যে আন্তর্জাতিক দুষ্ট চক্র রয়েছে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথটি বড়ই সহজে ঘটে যায়। দুষ্ট চক্রের নানা কর্মীদের উদারতা, মানবিকতার নানান ঘটনা তিনি সাজিয়েছেন, যা বাস্তবে ঘটে কিনা সন্দেহ। গল্পের গতি সোজা দিল্লী পৌঁছায়। সেই সুযোগে লেখক দিল্লীর ইতিহাসও সবিস্তারে সাজিয়ে দিয়েছেন, যা দ্রুত লয়ের রুদ্ধশ্বাস রহস্য কাহিনীকে শ্লথ করে ফেলে। অপরাধী দলকে পাকড়াও করার দৃশ্যটি নিয়ে আরও ভাবনা-র অবকাশ ছিল। একেবারে শেষ পর্বে দুষ্ট-চক্রের শীর্ষ-মহিলা কে বাগে পেয়েও হাত ফসকে ফেলেন, পরমুহূর্তে ছাদে ফের মুখোমুখি হয়েও হাতকড়া পরাতে খেয়াল করেন না, ফলতঃ সকলের চোখের সামনেই অপরাধী বহুতল থেকে ঝাঁপ দেন। এমন অসঙ্গতি আরও রয়ে গিয়েছে। শেষ পর্বে নমিতা ও লাবণ্যকে গোরস্থানে এনে ফেলেন। সেখানে পশুদের মৃতদেহ ফেলা হচ্ছে। বাস্তবে কোনও গোরস্থানে এমন কর্মকাণ্ড সামাজিক বিধিনিষেধের কারণেই ঘটে না। কেননা মৃত-মানুষদের কবরস্থানের অসম্মান মুসলিম কিংবা খ্রীষ্টান কোন ধর্মের মানুষই মেনে নেন না, বাস্তবে এমনটা ঘটলে ঘোরতর বিসম্বাদ ডেকে আনবে। সাধারণ গল্প ও রহস্য গল্পের বুনোটের ধাঁচ যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়, তা বাঙালী পাঠক শরদিন্দু-সত্যজিতের লেখনীতে ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন ফলে অবচেতনে পাঠকের মধ্যে তুলনা চলতেই থাকে। প্রচুর মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গিয়েছে, যা বাক্যের মানে পাল্টে দিয়েছে সময়ে সময়ে।

শুধু লিমেরিক (সম্পাদক – নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, শারদ সংখ্যা ২০২১, মূল্য – ৫/–) মাত্র ৪ ইঞ্চি উচ্চতার ৩২ পাতার ছোট্ট পত্রিকা – কেবলমাত্র লিমেরিক ছন্দে নিবেদিত । ৬১ জন কবির লেখা ঠাঁর করে নিয়েছে। লিমেরিক-চর্চার অন্যতম অগ্রজ প্রয়াত দিগম্বর দাশগুপ্তের লেখা এ পুস্তিকার গর্ব। রয়েছেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, দীপ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, বাপ্লাদিত্য পাণ্ডে, তরুণ কুমার সরখেল, দেব কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছড়াকারেরা। এমন চর্চা আরও চলুক। (পত্রিকার ঠিকানা – ই-১০/১৭, ইন্দ্রলোক আবাসন, কলকাতা – ৭০০ ০০২ / 033 25288585)

তার নাম কুন্তলা (পার্থ সারথী সরকারের প্রথম কবিতার বই, আকিঞ্চন প্রকাশনী, জজ বাগান, কল-৮২, মূল্য – ৫০/–) তরুণ কবি পার্থ সারথী সরকারের প্রথম কবিতার বই। প্রকৃতি প্রেম ও মানুষের প্রতি অটুট বিশ্বাস ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে । বিবেক, সবুজের ডাকে, একদলা মাটি, গাছের প্রেম, কালরজনী, আবাসন, মা ও মেয়ে, মুণ্ডিত রক্ষক, বেড়া, ওরা জেগে উঠুক ইত্যাদি কবিতায় তার বার্তা। এ ছাড়াও বাংলা ভাষার প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে ভাষা বন্ধন, একালের বাঙালী .. কবিতাগুলি তার প্রমাণ । বই-এর শিরোনামে চিহ্নিত কবিতাটি (তার নাম কুন্তলা) ততটা সফল হল না। কবিতাটি দৈর্ঘ শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো না তো! বই-এর সেরা কবিতা একটি বৃষ্টির রাত্রি। বইটির প্রচ্ছদে আরও একটু নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সম্প্রতি কফি হাউসে বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলেজ স্ট্রীটে ইন্ডিয়ান কফি হাউসে লেখক অতনু জানার রোমাঞ্চিত নতুন উপন্যাস 'ঘূর্ণাবর্তে' বই প্রকাশ করলেন হাওড়া স্বজন সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু। এদিন কফি হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। একমাত্র নিজস্ব সভ্যরাই তাতে অংশগ্রহণ করেন। কবি অতনুবাবু উপন্যাসটির আত্মজীবনীতে তাঁর কলমের আঁচড় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই কাঁটাতারের আঁচর যা একটি জাতিকে ধর্মের মাপকাঠিতে পৃথক করে দিয়েছিল। শরনার্থী, উদ্বাস্তু, জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত সামলে উঠেও এনআরসি নামক জাঁতাকলে আবার পিষ্ঠ হয়। মানুষের জন্য দেশ, নাকি দেশের জন্য মানুষ। তিনি দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন। লেখক অতনুর শৈশব কেটেছে মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে। হলদিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। তারপর বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করতে শুরু করেন। তাঁর ছোটবেলায় সাহিত্যের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। তাই কাজের ফাঁকেই চলতো সাহিত্যচর্চা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সদ্য কলকাতা বইমেলায় ১১১ নম্বর স্টলে বিন্দু বিসর্গ প্রকাশক ডিএম লাইব্রেরিতে বইটি প্রকাশ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি প্রয়াস। এদিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিলেন শিক্ষিকা মধুমিতা ধূত, ডক্টর এমদাদ হোসেন, বাংলা ভাষা বাঁচাও রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদিকা রাণু রায় প্রমুখ।

বিশ্ব নাট্য দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা ১৯৯৫ সাল থেকে আজও যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস দিনটি পালন করে থাকে। এ বছর ২৬ তম বর্ষ। নাটকের শহর গোবারডাঙায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থাই প্রথম এইদিন টিকে পালন করতে শুরু করে। দীর্ঘ দুই বছর করোনা আবহে শিশুরা ছিল ঘর বন্দী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ছিল বিশেষ বাঁধা, সেই বাঁধা কাটিয়ে সকলের মধ্যে বিশ্ব নাট্য দিবসের তাৎপর্য ও দিনটির গুরুত্ব বোঝাতে এই দিনটি পালন করছি, প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অলোকানন্দ বসু, রাসমোহন দত্ত, আভা চক্রবর্তী, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মলয় দাস প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করে আইভী সান্যাল, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি বাসন্তী ভৌমিক সহ অনেকেই। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাসমোহন দত্ত, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী ভৌমিক প্রমুখ ব্যাক্তি বর্গ। দুটি নাটক এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছে, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিশু বিভাগের কর্মশালা প্রযোজনা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর রচিত টাক ডুমা ডুমা ডুম নাটকটিতে অভিনয় করেছে সমৃদ্ধি কুন্ডু, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, অরিন্দম বিশ্বাস, অনুশ্রী রায় ঋষানি ঘোষ, আইভী সান্যাল, রিমশা মল্লিক, সরমা বৈদ্য, স্নেহা শর্মা, দেবযানী বিশ্বাস, তিথি রায়, উসমিতা পাইক, বিপ্লব বোস। গোবরডাঙ--া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের আবাসিক শিশুদের কর্মশালা প্রযোজনা সুনির্মল বসু রচিত মুশকিল আসান নাটকটিতে অভিনয় করেছে তন্ময় অধিকারী, আয়ুশ অধিকারী, শুভম সাও, দীপায়ন মণ্ডল, সায়ন মণ্ডল, অন্তর মন্ডল, অভিষেক মণ্ডল, শুভজিৎ দাস, জিত বিশ্বাস, লিটন সুর। অংশ গ্রহণকারী সকল শিশুদের মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সঙ্গিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন স্তব্ধ হয়ে থাকা মঞ্চে আর পাঁচটা ভালো নাটকের মতো যে নাটক ফিরে এলো ২২ মার্চ আকাদেমি ফাইন আর্টসের মঞ্চে। সমকালীন সংস্কৃতির প্রয়োজনায় 'সঙ্গিনী' নাটকটি। নাট্যকার ও পরিচালক সুদীপ্ত সরকারের ভাবনা ও নির্মাণে মঞ্চ থেকে আবহের সঠিক প্রয়োগই যেন নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। যদিও এর মধ্যে এই দলের কলাকুশলীদের অভিনয় গল্পের মাত্রাটিকে নাটকের শেষ সংলাপ ধরে নিয়ে যায় বলে নাটকের সুন্দর রূপটি ফুটে ওঠে বলে মনে করেন ওইদিন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বগণ। 'নাও কড়ি ফেলো জল (চোখের)'– এ কথার অর্থ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কেবল একটি নাট্যরূপে।

ভারত কবে বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলবে?

আশায় মরে আজও চাষা

অরিঞ্জয় মিত্র

এবারের কাতার বিশ্বকাপে থাকবে না ভারত। বস্তুত, কাতার কেন কোনও বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরেই ঠাঁই মেলে নি ভারতের। কোটি কোটি মানুষের দেশ ক্রিকেটের মতো কম খেলিয়ে দেশের বিশ্বকাপে একটি

উল্লেখযোগ্য নাম। বিশ্ব হকি, ব্যাডমিন্টন বা টেনিস পর্যায়েও এদেশের ভালোই গতিবিধি। তাও ফুটবল এরিনা থেকে ভারতের ভাঁড়ার কিছুতেই পূর্ণ হচ্ছে না। যদিও এদেশে আইএসএলের মতো টুর্নামেন্ট চলছে রমরম করে। যাতে বিদেশি তারকাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি থাকছে। অথচ এমন নয় যে ভারত ফুটবলে খুব দুর্বল ছিল। বিশ্বমানের না হলেও এশিয়ার অন্যতম স্টার ছিল ভারতীয় ফুটবল। সেই দল কীনা আজ সার্কভুক্ত দেশের মোড়ল হয়ে স্বান্তনা খুঁজছে। এ বড়ই বিড়ম্বনা নিশ্চিতভাবে। সেক্ষেত্রে ভারত কবে খেলতে সক্ষম হবে কোনও বিশ্বকাপে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কেন এই কষ্ট চেপে রাখতে হবে তামাম ফুটবলপ্রেমীকে।

ক্লাব স্তরে অবশ্য ভারতীয় ক্লাবগুলির একটা দুরন্ত পারফরমেন্সের ইতিহাস আছে । এই তো নব্বইয়ের দশকেও সদ্য প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকের প্রশিক্ষণে আশিয়ান কাপ জিতেছিল ভারত। মালেশিয়ার মারডেকা টুর্নামেন্টেও ভারত তার অসামান্য ফুটবলের ছাপ রেখেছে। সেই দলটাই কেমন এলিয়ে গিয়েছে যেন। জাপান, কোরিয়া বা চিনের সঙ্গে লড়ে নেওয়া দল এখন সিঙ্গাপুর, হংকং, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এঁটে উঠছে না। এমনকি মাঝেমধ্যেই সার্কভুক্ত বাংলাদেশ বা নেপালও ছোবল দিচ্ছে ভালোমতো। একটা বাইচুং, বিজয়ন বা সুনীল ছেত্রী এলে তো হবে না। প্রয়োজন অন্তত ডজন খানেক বড় মাপের ধারাবাহিক ফুটবলারের। তবে গিয়েই বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে ভারত। নাহলে সেই জাপান, চিন, কোরিয়া কিংবা মধ্যেপ্রাচ্যের দলগুলোকে নিয়ে ভেবে ভেবেই কাটবে রজনী। কাজের কাজ হবে না। কিছুদিন আগে অনূর্দ্ধ ১৭-র ভারতীয় ফুটবলাররা প্রমাণ করে দিল যে তাঁদের লড়াই কোনও অংশে কম নয়। এই দলটাকে যদি আগামী ৪-৫ বছর ধরে রাখা যায় তবে এরাই অনেক কামাল করে দেখাবে। যুব বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ০-৩ গোলে হেরেছিল। কিন্তু তাঁদের লড়াইয়ের কথা কাশ্মীর-কন্যাকুমারী হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। দুনিয়ার তামাম ফুটবল বোদ্ধাদের বোঝানো গেছে ভারতও ফুটবলটা খেলতে জানে। কারণ এত কোটি মানুষের দেশ ফুটবলে কেন এত পিছিয়ে তা নিয়ে একটা অনবরত চর্চা একরকম কুড়ে কুড়ে খায়ে এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের। সেদিক থেকে সত্যি এবার ভারত তাদের আবির্ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র সংগঠক দেশ হিসেবে নয়, যোগ্যতার নিরিখেই তারা এই টুর্নামেন্ট খেলতে পেরেছে।

মার্কিনি ব্রিগেডের সঙ্গে ভারতীয়দের লড়াই যেমন সবার চোখ টাটিয়েছিল তেমনই ঠিক তার পরের ম্যাচে লাতিন আমেরিকার শক্তিশালী দল কলম্বিয়ার সঙ্গে যেভাবে জুঝল টিম ইন্ডিয়া তা নিশ্চিতভাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বিশ্বকাপ পর্বে এই প্রথম কোনও ভারতীয়র গোলের অভিষেকও ঘটেছিল সেদিন। বস্তুত ০-১ পিছিয়ে পড়ার পর ৮২ মিনিটে কর্নার থেকে সমতা ফিরিয়ে জ্যাকসন আশার আলো জ্বালিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরমুহূর্তেই ফের পালটা গোল করে জিতে গিয়েছিল কলম্বিয়া। কিন্তু ভারতের মতো ফুটবলে বামন দেশ যেভাবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সঙ্গে টক্কর দেওয়া কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়ল তা স্মৃতির ক্যানভাসে ধরা থাকবে প্রত্যেকেরই। যুব বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে আমেরিকা ছাড়াও রয়েছে আফ্রিকান সিংহ ঘানা ও লাতিন আমেরিকার বাঘ কলম্বিয়া। এই শক্ত বাঁধা পেরিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড তথা নক-আউটে যাওয়া যে কঠিন তা মোটের ওপর পরিষ্কার ছিল প্রথম থেকেই। ভারতীয় ব্রিগেডে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই পেয়েছিল বাংলার রহিম আলি ও অভিজিত সরকারের। বাকিদের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেশি। তাঁদের মধ্যে আবার দাপট বেশি মণিপুরের। এছাড়া মিজোরাম ও সিকিমের প্রতিনিধিত্বও আছে। বহুদিন পর এই যুব ভারতীয় দলে পাঞ্জাব কেশরীর সংখ্যাও ভালো। এর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংমিশ্রণে এক অদম্য স্পিরিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুরো দলের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ফুটবলের তারা হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। কৃশানুর মতো একটা ভারতীয় মডেলের মারাদোনা খুঁজে পেতেও যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সত্যি বলতে খুব একটা আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না ভারতকে নীয়ে। তবে মনে রাখতে হবে, যখন সব আশা মিলিয়ে যেতে বসে তখনই স্বপ্নপূরণ হওয়ার ইতিহাস কিন্তু রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

নির্মল জলাশয় ও প্রশিক্ষকের অভাবে সাঁতারে চরম অনীহা

দেবাশিস রায় : একসময় গ্রাম-বাংলায় বিভিন্ন জলাশয়গুলি উঠতি ছেলেমেয়েদের দিনভর দাপাদাপিতে তোলপাড় হয়ে উঠত। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তো নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের জলে তাদের ডিগবাজি, লম্ফঝম্ফ, ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার সহ আরও কত কেরামতিতে জলাশয়গুলি যেন খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সেই প্রাণোচ্ছল সুন্দর ছবিটাও বদলে যেতে শুরু করেছে। গ্রাম-বাংলায় নব্য প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এখন জলাশয়ের বুকে দাপাদাপি করতে সাঁতার কাটতে ভয় পায়। যেকারণে গ্রামের ঘরে ঘরে এখন শখের সাঁতারুদের কার্যত দেখা যায় না। নব্য প্রজন্মের এই অনীহার পিছনে অন্যতম প্রধান হল গ্রাম-বাংলায় নির্মল-স্বাস্থ্যকর জলাশয়ের অভাব এবং পর্যাপ্ত সাঁতার প্রশিক্ষক না থাকা। জলাশয়গুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক পদ্ধতি নির্ভর মাছ চাষের কারণে স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। কোথাওবা দূষিত জলাশয়। ফলে, চর্মরোগ সহ নানাবিধ সংক্রমণের আশংকায় এখনকার ছেলেমেয়েরা এসব জলাশয়ে নেমে গা ভেজাতেই চায় না, তো সেখানে সাঁতার শেখাটা যে অনেক দূরের কথা এটা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় গ্রাম-বাংলার প্রতিটি এলাকায় সরকারি উদ্যোগে যথাযথ পরিকাঠামোযুক্ত অত্যাধুনিক সুইমিং পুল (যথাযথ পদ্ধতিতে সাঁতার শেখার নিরাপদ জলাশয়) তৈরির দাবি উঠতে শুরু করেছে।

মিহির সেন, আরতী সাহা, ব্রজেন দাস, বুলা চৌধুরি, মাসুদুর রহমান বৈদ্য এমনকি, হালফিলের সায়নী দাস। বাংলার এই সকল বিখ্যাত সাঁতারুর জন্য দেশবাসী আজও গর্ব বোধ করে। মিহির সেনের কর্মজীবন আইনজীবী হিসেবে শুরু হলেও তিনিই প্রথম ভারতীয় রূপে ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরতী সাহা এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু রূপে ১৯৫৯ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। পূর্ব বর্ধমানের কালনার সাঁতারু সায়নী দাসও হালফিলে কয়েক বছরের ব্যবধানে ইংলিশ চ্যানেল সহ একাধিক চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এবার তার লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাইয়াই মলোকাই চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করা। এপ্রিলের প্রথম পক্ষের

মধ্যেই সেই লক্ষ্য পূরণে তিনি গত সোমবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে সপরিবারে উড়ে গেছেন বলে সায়নী দাসের এলাকার এক শুভাকাঙ্খী তথা রাজনৈতিক কর্মী অরিজিত রায় জানিয়েছেন। তবে, এই বাংলার কৃতী সন্তান মাসুদুর রহমান বৈদ্যর সাফল্যের ঝুলিতে যা রয়েছে তা বিশ্বের দরবারে দেশের সম্মানকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন মাসুদুর রহমান। মাত্র দশ বছর বয়সেই ট্রেন দুর্ঘটনায় তাঁর দু'টি পা হাঁটুর নীচ কাটা পড়ে। তিনি এশিয়ার প্রথম প্রতিবন্ধী সাঁতারু রূপে ১৯৯৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন এবং বিশ্বের প্রথম প্রতিবন্ধী সাঁতারু রূপে ২০০১ সালে অত্যন্ত প্রতিকূল জিব্রাল্টার চ্যানেল অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখান। দেশের এইসব কৃতী সন্তানের সাফল্যের কাহিনি রাজ্যবাসীর অনেকেরই হয়তো কম-বেশি জানা থাকলেও বর্তমানে গ্রাম-বাংলার নব্য প্রজন্মের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা নিদেনপক্ষে নিজের সুরক্ষার জন্যও সাঁতারটাই জানে না। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার লোভে গ্রাম-বাংলার পাশাপাশি শহরের কিছু কিছু জলাশয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মাছ চাষ চলছে জোরকদমে। মাছ চাষে কম সময়ে অধিক ফলনের জন্য নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহারে জলাশয়গুলিও স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে। ফলে নানাবিধ চর্মরোগ সহ সংক্রমণের আশঙ্কায় সেই সকল জলাশয়ে এখনকার ছেলেমেয়েরা স্নান করতেই চায় না, সেখানে সাঁতার শেখাটা তো আরও ভাবনার বিষয়। সেইসঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে সাঁতার শেখানোর জন্য প্রশিক্ষকেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে গ্রাম-বাংলায়। বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা, কেরিয়ারমুখী পড়াশুনার অত্যধিক চাপে এমনিতেই নবীন প্রজন্মের বেশিরভাগই শরীরচর্চা নিয়ে চরম উদাসীন। তার ওপর বিভিন্ন কারণে সাঁতারে তাদের অনীহা। এমনটা চলতে থাকলে গ্রাম-বাংলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে একাংশের গৌরব হারিয়ে যাবে এবং অচিরেই দক্ষ সাঁতারুর অভাবও দেখা দেবে। এমতাবস্থায় নবীন প্রজন্মের অভিভাবক সহ বিভিন্ন মহলের তরফে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি এলাকায় সরকারি উদ্যোগে যথাযথ পরিকাঠামো যুক্ত অত্যাধুনিক সুইমিং পুল গড়ে তোলার দাবি উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয় এই দাবি পূরণে এরাজ্যে সরকার কতটা আগ্রহী হয়।

বিএফসি ক্লাবের মেগা পাওয়ার ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাওড়া বেলিলিয়াস লেনের বিএফসি ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব সংলগ্ন মাঠে গত ২৬, ২৭ মার্চ দু-দিন ব্যাপী ১৬ দলের মধ্যে এক নক আউট পর্যায়ে মেগা পাওয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার সভাপতিত্ব করেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী

কাউন্সিলার ব্রজেন দাস, গেম সেক্রেটারি সত্যজিত রায়, সম্পাদক রাধাগোবিন্দ পাল, উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জী, প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র, অসিত চ্যাটার্জী, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। খেলাটি সম্পূর্ণ হয় পাড়ার তপন, বুম্বা, বাপি, মলয়, রাজু, ভাইয়া, বনি, টনি, জন্টি-সহ পাড়ার সমস্ত ছেলেদের উৎসাহে। চ্যাম্পিয়ন হয় হাওড়া জাতীয় সংঘ ক্লাব, রানার্স সূর্য এন্টারপ্রাইজ, হিন্দমোটর, পুরস্কার বিতরণ করা হয় ফর গুড ট্রফি, ওয়াশিং মেশিন, কালার টিভি এবং অনেক সান্তনা পুরস্কার ও নগদ টাকা। মাঠটি অতি ছোট মাঠ। পাড়ার ছেলেরা বছরে সব সময় খেলা ধূলা করে। মাঠের পাশে একটা ছোট পার্ক যার মধ্যে পাড়ার বাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারে। পাড়ার ছোটখাট অনুষ্ঠান ওই মাঠের মধ্যে পল্লিবাসীরা করে থাকে। জনবহুল বেলিসিয়াস লেন তার মধ্যে মাঠটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্ষার সময় পুরো মরসুম মাঠটি জলমগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। হাওড়ার বেলিসিয়াস লেন, পঞ্চানন তলা থেকে কদমতলা বাজার পর্যন্ত টিকিয়াপাড়া বাইপাস, রামরাজাতলা পর্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ স্থানগুলি জলে জলাকার হয়ে যায়। এটা হাওড়াবাসীর দীর্ঘদিনের পুরনো সমস্যা। এখন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সমস্ত ড্রেন সমূহের নিকাশি ব্যবস্থা কীভাবে উন্নত করে হাওড়ার বাসিন্দাদের কতটুকু দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে সেটাই দেখার বিষয়।

ফুটবল ফেস্টিভ্যাল

মলয় সুর ঃ শ্যামনগরের অন্নপূর্ণার মাঠে বটতলা ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল ফেস্টিভ্যাল। দ্বিতীয় বছরে স্থানীয় ক্রীড়ামোদিদের মধ্যে ছোটদের ফুটবল সারা ফেলে দিয়েছে এই এইচপিএল ইলেকট্রিক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। শুরু হয় ২০ মার্চ অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন

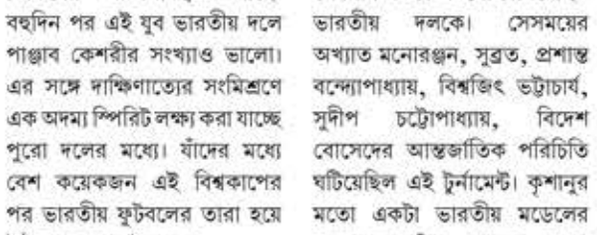

ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যের হাত ধরে শ্যামনগর ফুটবল ফেস্টিভ্যাল। এক সময় বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে রাজ করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ফুটবল। আর এই জেলা ফুটবলে শ্যামনগর ছিল অন্যতম। একটা সময় শ্যামনগরে সবুজ সংঘ, তরুণ সংঘ এবং যুগের প্রতীক ক্লাব থেকে উঠে এসেছে একাধিক ফুটবলার। প্রশান্ত মিত্র, কেষ্ট পাল, সূর্যকান্ত ঘোষাল, অশোক লাল ব্যানার্জী থেকে শুরু করে ফুটবল তৈরির কারিগর মুরারী সুর। আটদিনের টুর্নামেন্টে ২৭ মার্চ রবিবার ফাইনাল ম্যাচে বৈদ্যবাটি বি এস পার্ক ১-০ গোলে শ্যামনগর তরুণ সংঘকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলায় বৈদ্যবাটির জগন্নাথ সানা ম্যান অব দি ম্যাচ হয়। তরুণ সংঘের অর্পণ শেঠ ম্যান অব দি সিরিজ হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন নৈহাটি বিধানসভার বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, বিজপুর বিধানসভার বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, গারুলিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান রমেন দাস, ভাইস-চেয়ারম্যান অশোক সিং, ব্যারাকপুর কমিশনের কমিশনার মনোজ ভার্মা, ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ণধার নবাব ভট্টাচার্য, আইএফএ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী প্রমুখ। **ছবি : বিজুস চক্রবর্তী**

আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে তিন কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা পারমিতা দত্তরায়, বোলপুরের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা মূর্মু এবং হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা জাহ্নবী বিশ্বাসের এখন পাখির চোখ নেপালের আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলে সফলতা অর্জন করা। এই লক্ষেই তিন কন্যার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। নেপালের পোখরায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতা ১ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। অংশগ্রহণ করবে দেশ বিদেশের একাধিক পুরুষ এবং মহিলা ক্যারাটে প্রতিযোগীরা।

গত নভেম্বরে সিকিমের গ্যাংটকে জাতীয় স্তরের খেলায় স্বর্নপদক জিতে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার ছাড়পত্র পান এই তিনজন কিন্তু রাশিয়া ও ইউক্রেনের পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ায় রাশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতা সরিয়ে নিয়ে আসা হয় নেপালে। পারমিতা দত্তরায় ও প্রিয়াঙ্কা মূর্মু বলেন, এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁরা মুখিয়ে আছেন। এরজন্য তাঁরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন নভেম্বর থেকেই। জাহ্নবী বিশ্বাস দশ বছরের মেয়েকে বাড়িতে রেখেই ভদ্রেশ্বর থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বোলপুরে এসে প্র্যাকটিস করছেন প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যালের তত্বাবধানে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় খেলার জন্য নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করে চলেছেন তিনি। অন্যদিকে পারমিতা তাঁর চার বছরের কন্যা সন্তানকে সামলে কঠোর অনুশীলন করে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার জন্য। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও স্বপ্ন যে হারিয়ে যায় না সেটা চোখে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছেন পারমিতা ও জাহ্নবী।

অন্যদিকে বিটেকের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা মূর্মু পড়াশোনার পাশাপাশি সফলতা লাভ করেছেন খেলাধূলাতেও। প্রিয়াঙ্কার বলেন, খেলার জন্য আমার প্যাশোনার কোনো অসুবিধা হয় নি কোনোদিনই বরং ক্যারাটে শেখার পর থেকে পড়তে বসে অনেক বেশি মননিবেশ করতে পারছি আমি। খেলাধূলা করলে পড়াশোনা হয় না এই ধারনা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছেন বোলপুর হাটতলার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা।

সুদূর শিলিগুড়ির একটি কলেজের ছাত্রী তিনি। এতদূরে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেও বোলপুরে এসে ক্লাশ করেন তিনি। বাংলার এই তিন কন্যার লড়াই সিনেমাকেও হার মানায়। তাদের অদম্য জেদের কাছে হার মেনেছে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা। তাদের ক্যারাটে প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যাল বলেন, যেভাবে সব রকমের প্রতিবন্ধকতাকে পা দলে ওরা এগিয়ে চলেছে তাতে আমার আশা আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকেও সফলতা আসবে ওদের হাত ধরেই অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিনের।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com